www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু

সাত্তোরের নারী

চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

উৎসবে ভরপুর

ছয়ের পাতা

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ৮ শ্রাবণ – ১৪ শ্রাবণ, ১৪২২ ঃ ২৫ জুলাই – ৩১ জুলাই, ২০১৫

Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 39, 25 July - 31 July, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দখল রোগে আক্রান্ত নারায়ণপুর হাসপাতাল, সমাধানের পথ খুঁজছে প্রশাসন

কুনাল মালিক ও বাপন মণ্ডল

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত নারায়ণপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নারায়ণপুর অঞ্চলের একমাত্র সরকারি হাসপাতাল। কংগ্রেস আমলে এই হাসপাতাল নির্মাণ হয়। পরবর্তী সময়ে বাম জমানায় হাসপাতাল লাগোয়া সরকারি জায়গায় বিনা বাধায় বেশ কিছু বসতবাড়ি গড়ে ওঠে। হাসপাতাল চত্বরেই যত্রতত্র গরু ছাগল ভেড়াদের বিচরণভূমি গড়ে ওঠে। পরিবর্তনের পরও এই অবৈধ বসত বাড়িগুলোকে তোলার ব্যাপারে কেউ তৎপরতা দেখায়নি। ভিতরে বসবাসকারী অনেক মানুষের দাবি তারা ২৫ বছর ধরে এখানে বসবাস করছেন এখন যাবেন কোথায়? তাছাড়া কেউ

কেউ তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক বলে দাবি করেন।

সম্প্রতি ওই হাসপাতাল চত্বরে একটি পরিবার অবৈধভাবে সরকারি জায়গায় কংক্রিটের নির্মাণ কাজ শুরু করে। বিষয়টি নজরে আসে ওই হাসপাতালের চার্জে থাকা বিএমওএইচ পারমিতা মন্ডলের। তিনি বিষয়টি রিপোর্ট আকারে লিখে মেল করেন নামখানার বিডিও তাপস মণ্ডলকে। পারমিতা মন্ডল বলেন, আমি মাত্র ৬ মাস হলো এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বে এসেছি। আগের বিএমওএইচ ডাঃ দাশরথী কিসকু আমাকে বিষয়টি দেখতে বলেছিলেন। তাই আমি নামখানার বিডিওকে বিষয়টি জানিয়েছি। কাকদ্বীপ থানার ওসিকেও বিষয়টি ফোন করে জানিয়েছি। এই প্রসঙ্গে নামখানা ব্লকের বিডিও তাপস মণ্ডল বলেন, বিষয়টি বিএমওএইচ আমাকে জানিয়েছেন। কাকদ্বীপ থানায় আমিও বিষয়টি জানিয়েছি। পুলিশ ইতিমধ্যে ওখানে ভিজিট করেছেন। ১৯টি পরিবার ওখানে আছে। যে ব্যক্তি নির্মাণ কাজ করছিলেন, তাকে কাজ বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। ওই পরিবারগুলোর পুনর্বাসনের জায়গা পেলেই তুলে দেওয়া হবে।

নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমন্ত মালি এই প্রসঙ্গে বলেন, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় আমাকে বিষয়টি জানিয়েছেন। আমরা খুব শীঘ্রই এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেব। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন এই সমস্যাটা বাম আমল থেকে তৈরি হয়েছে। আমরা সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজছি। আসলে কোন আমলে কি হয়েছে সেই চর্বিতচর্বনে না গিয়ে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের উচিত নাগরিক স্বাস্থ্যের সুরক্ষা মজুত রাখা। না হলে পুরো সিস্টেমটাই ভেঙে পড়বে। এর ফলে যে অরাজক পরিস্থিতি গড়ে উঠবে তার ভুক্তভোগী কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মকেই হতে হবে।

মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে পুরসভার নয়া উদ্যোগ

বরুণ মণ্ডল

কর্মসূত্রে কলকাতার পাকাপাকি বাসিন্দাদের কলকাতা মহানগরী লাগোয়া ছোটো পৌর শহরগুলিতে বা পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে গিয়ে অনেকে মশার কামড় খেয়ে ম্যালেরিয়া, ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি ও চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি বা তারা কলকাতা মহানগরীর স্থায়ী বাসিন্দা তাই সরকারি নথিপত্রে তারা কলকাতা পুর এলাকাতেই ওই সমস্ত রোগে আক্রান্ত রোগী হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছেন। অন্যের দায়ভার কলকাতা পুরসভাকে বহন করে চলতে হচ্ছে। তাই কলকাতা মহানগরীকে মশাবাহিত রোগ থেকে নির্মূল করতে, কলকাতা লাগোয়া জেলা শহরগুলিতে সচেতনতা পরিকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। আর তাতে নিশ্চিত ভাবেই স্থানীয় পুরসভাগুলির ভূমিকা আবশ্যিক।

এদিকে লক্ষ্য রেখে বিবিধ মশাবাহিত রোগ ও সমস্যাদি প্রতিরোধে মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষের নয়া উদ্যোগ কলকাতা মহানগরীর পার্শ্ববর্তী সমস্ত পুরসভাগুলিকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া। আগামী ১লা আগস্ট শনিবার কলকাতা মহানগরী লাগোয়া হাওড়া পুরনিগম সহ আরও ন'টি পৌরসভার সভাপতিদের কলকাতা পুরসভার কেন্দ্রীয় পুরভবনের দ্বিতলে মেয়র'স মিটিংরুমে এক বৈঠকে ডাকা হয়েছে। ওই বৈঠকে ভারত সরকারের 'জাতীয় মশাবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি'র (ন্যাশনাল ভেক্টর বোর্ন ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম) অধিকর্তা এ সি ধারিওয়াল অংশগ্রহণ করবেন। হাওড়া পুরনিগম সহ অন্যান্য যে ন'টি পুরসভা এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করবেন সেগুলি হল বরাহনগর, মধ্যমগ্রাম, রাজারহাট–গোপালপুর, উত্তর দমদম, দক্ষিণ দমদম, বিধাননগর , রাজপুর–সোনারপুর, বারুইপুর ও মহেশতলা। এদিকে বিধাননগর ও রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভার সংযুক্তিকরণ ঘটায়, নির্বাচিত পুরনিগমের বোর্ড এখনও সেখানে গড়ে ওঠেনি। সেজন্য এই দুই পুরসভার প্রশাসক বা স্বাস্থ্য দফতরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকরা হাজির থাকবেন।

এদিকে রাজ্য সরকারের দাবি, কলকাতা পুরসভা মশাবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু ১২৪টি পুরসভায় এখনও এই রোগের প্রকোপ রয়েই গিয়েছে। তাই রাজ্য সরকার প্রাথমিকভাবে চায় কলকাতা পুরসভা থেকে এই রোগ নির্মূল করতে এবং কলকাতা লাগোয়া পুরসভাগুলিতে এবিষয়ে পরিকাঠামোর বিকাশ করতে। এদিকে কলকাতা পুরসভার মশাবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ দফতরে আধিকারিক দেবাশিস বিশ্বাসের বক্তব্য, মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে তখনই সঠিক সাফল্য লাভ করবে যখন কলকাতা লাগোয়া পুরসভাগুলির এবিষয়ে প্রকৃতি পরিকাঠামো ও জ্ঞান গড়ে উঠবে। তবে এতো উদ্যোগে কোথাও যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। কলকাতা লাগোয়া কী কেবল পুরসভা আছে? কলকাতার দক্ষিণ ও দক্ষিণ–পশ্চিম সীমানায় যে দীর্ঘ পঞ্চায়েত এলাকা রয়েছে (কলকাতা পুরসভার ১২৫, ১৪২–১৪৪ নম্বর ওয়ার্ড ঘেঁষা ইত্যাদি) তাদের কোনও প্রতিনিধিকে এ বৈঠকে আমন্ত্রণ তো জানানো হলো না।

দিনগুলি মোর ...

সাত দিন, সাত সকাল, সাত রং। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা রঙ ছড়িয়ে রেখে গেল। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে আমাদের এই নতুন বিভাগ দিনগুলি মোর। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : প্রথম ভোরেই ধাক্কা বাঙালির। গর্বের প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফের চলে যাচ্ছেন আর এক প্রফেসর সব্যসাচী ভট্টাচার্য। দোষ দিচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশকে। প্রশাসন অবশ্য বলছে তাঁর নাকি বেতনে পোষাচ্ছে না। কিন্তু এর আগেও তো ইতিহাস বিভাগের বেঞ্জামিন জ্যাকারিয়া ও শুক্লা সান্যাল প্রেসিডেন্সি ছেড়েছেন। ভাবতে হবে প্রশাসনকে।

রবিবার : পদপৃষ্ঠ হয়ে ৭ জনের মৃত্যু। ৭০ জন আহত। এই দাগটুকু ছাড়া পুরীতে ১৯ বছর পর হওয়া জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রা ভগবানের নবকলেবর মাতিয়ে দিয়ে গেল সারা পৃথিবীকে। সরকারি হিসাবে দেশ বিদেশ থেকে আসা পূণ্যার্থীর সংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষ। জগতের নাথ এখন গুন্ডিচায় মাসির বাড়িতে অবস্থান করছেন। উল্টোরথের দিন রবিবার ফিরে আসবেন তাঁর সিংহাসনে। ফের নবকলেবরের নব আনন্দে ভাসবে তাঁর সন্তানেরা।

সোমবার: প্রাচীন বৃদ্ধ বটবৃক্ষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, ফের নারী নিগ্রহের লজ্জার কালিতে নোংরা হল রাজ্যের এক গর্ব বোটানিক্যাল গার্ডেন। প্রশাসন কী নিরাপত্তা নিয়ে এখনও ঢিলেঢালা আপোসের রাস্তাতেই চলবে?

মঙ্গলবার : আমাদের আইপিএল দেখিয়ে দিয়েছে সবুজ মাঠে চাঁদির জুতোর ছাপ কত গভীর হতে পারে। ফুটবলও পিছিয়ে থাকবে কেন? সেই দায়িত্ব নিয়েছেন ফিফার নির্বাচিত অথচ লজ্জায় সরে যাওয়া প্রেসিডেন্ট শেপ ব্লাটার। ডলারের বান্ডিল ব্লাটারের মুখের উপর ছুঁড়ে ঘৃণা বর্ষণ করলেন সাইমন ব্রডকিন।

বুধবার : পূর্বাভাস আগেই ছিল। সত্যি সত্যি ঝড় উঠল সংসদে। সুষমার ইস্তফার দাবিতে রোজ অচল হচ্ছে সংসদ। এরপরেও পয়সা পাবেন সাংসদরা। জনগণের কি লাভ হবে জানি না।

বৃহস্পতিবার : রাজ্য প্রশাসনে যে এখনও ঘুণ পোকারা রয়েছে, ভিতরে ভিতরে ঝাঁঝরা করছে তার প্রমাণ হয়ে গেল উৎসবে বিলানো পোশাকের নিয়মানে। বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের তত্ত্বাবধানে কেনায় যে গলদ আছে তা পরিষ্কার। ধন্যবাদ মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে। তিনি অন্তত প্রতিবাদটা করেছেন।

শুক্রবার : বিরোধীদের কটাক্ষ। আগেরবারের ব্যর্থতা সত্বেও রাজ্যে শিল্প আনতে মুখ্যমন্ত্রীর চেষ্টার ত্রুটি নেই। ফের যাচ্ছেন লন্ডন। আশা এবার কিছু শিকে ছিঁড়তেও পারে। প্রস্তুতি বৈঠক করলেন, তৈরি হল সফরের রূপরেখাও।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

মগরাহাটে বিজেপির অবস্থান

ক্ষোভের মুখে মহিলা কমিশন

মেহেবুব গাজি

মগরাহাটে অপহৃত কিশোরী কান্ডে এনায়েতপুরে গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে পড়লেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন–এর প্রতিনিধিরা। সোমবার বেলা তিনটে নাগাদ জাতীয় মহিলা কমিশনের ললিতা কুমারমঙ্গলমের নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধি মগরাহাটে আসেন। অন্যরা হলেন সুনন্দ বসু ও সায়নী রায়চৌধুরী। কিশোরী টুকটুকি মন্ডলের গ্রাম এনায়েতপুরে যান মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিরা। মহিলা কমিশন আসার খবর পেয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সুশান্ত মণ্ডল–সহ জনা পঞ্চাশ গ্রামবাসী প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে চান। কিন্তু প্রতিনিধিরা তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে চাননি। এইসময় পঞ্চায়েত সদস্য–সহ গ্রামবাসীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। পরে কর্তব্যরত পুলিশ গ্রামবাসীদের সরিয়ে দেন। অপহৃত ছাত্রীর বাড়ি তালাবন্ধ ছিল এদিনও। কিশোরীর বাবা–মা কলকাতায় এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। সেখানে কিশোরীর বাবা–মার সঙ্গে একান্তে কথা বলেন মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিরা। তবে এদিন এনায়েতপুরের বাড়িতে কিশোরীর ঠাকুমা ও কাকা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে একান্তে কথা বলেন মহিলা

কমিশনের প্রতিনিধিরা। এখানে সংবাদমাধ্যমকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। পুলিশকর্মীরা আটতে দেন। আধ ঘন্টার বেশি সময় ধরে প্রতিনিধিরা কিশোরীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন ললিতা কুমারমঙ্গলম। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'আমি কিশোরীর বাবা–মা, ঠাকুমা, কাকার সঙ্গে কথা বললাম। কিশোরীকে প্রথম একবার উদ্ধার করা হয়েছিল। কিন্তু পরে আবার অস্ত্র দেখিয়ে অপহরণ করা হয়। এখনও পর্যন্ত কিশোরী কোথায় আছে প্রশাসন তা বলতে পারছে না। অনেক রাজনীতির কথাও শুনছি। কিন্তু যে অন্যায়টা কিশোরীর ওপর হয়েছে সেকথা ভুলে গেলে চলবে না। যদি নিজের ইচ্ছায়ও কিশোরী যায় সেটাও ধর্ষণের সামিল। কারণ কিশোরী অপ্রাপ্তবয়স্ক। চার মাসের মধ্যে এ রাজ্যে দ্বিতীয়বার আসতে হলো। আমার ছোটবেলার অভিজ্ঞতা দিয়ে মনে হচ্ছে রাজ্যে মহিলাদের ওপর অত্যাচার বাড়ছে।' এখান থেকে বেরিয়ে প্রতিনিধিরা জেলা সদর আলিপুরে গিয়ে জেলাশাসক পিবি সেলিম ও পুলিশ সুপার সুনীল চৌধুরির সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানান। এদিনের সফরে রাজনৈতিক বিতর্ক এড়াতে মগরাহাট থানার বিজেপি–র অবস্থান মঞ্চে যেতে রাজি হননি মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিরা। অন্যদিকে এদিন স্থানীয় নৈনান গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য সুশান্ত মণ্ডল বলেন, 'এই ঘটনা লজ্জাজনক। আমরাও চাই দোষীরা শাস্তি পাক। কিশোরীর বাবার প্রশ্রয়ে অভিযুক্ত বাবুসোনা গাজি এই কাজ করেছে। এই কথা আমরা জাতীয় মহিলা কমিশনকে বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের কথা শুনলেন না।' গত সোমবার বিজেপি–র অবস্থান বিক্ষোভ পঞ্চম দিনে পড়ল। রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা মঞ্চ থেকে জানিয়ে দেন, কিশোরী উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান চলবে।

প্রশাসকের সিদ্ধান্তে নাজেহাল পড়ুয়ারা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

কর্পোরেশন করার কারণে মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পরেও রাজ্য সরকার উত্তর চব্বিশ পরগনার রাজারহাট–গোপালপুর পুরসভার নির্বাচন হয়নি। পরিবর্তে পুরপ্রশাসন পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বারাসতের সাব–ডিভিশনাল অফিসার পীযূষকান্তি দাসকে চালকের আসনে বসানো হয়। কিন্তু পুরসভা প্রশাসকের দায়িত্বে চলে যাওয়ার পর থেকে পুর পরিষেবার একটা বড় অংশ প্রায় লাটে উঠেছে বলে স্থানীয় নাগরিকদের অভিযোগ। এমনকি পুরসভার উদ্যোগে যে মানবিক পরিষেবাগুলি চালু ছিল সেগুলি সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে খবর। যার জেরে বিপাকে পড়েছে প্রায় ৭০–৭৫ জন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পড়ুয়া।

উল্লেখ্য, রাজারহাট–গোপালপুর পুরসভার বিদায়ী পুরবোর্ডের উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট পুরএলাকার মেধাবী অথচ দুঃস্থ পড়ুয়াদের পড়াশুনো চালানোর জন্য প্রতি মাসে একটা অনুদান দেওয়া হতো। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের যথাক্রমে মাসে এক হাজার এবং দেড় হাজার টাকা হারে এই অনুদান দেওয়া হতো। এছাড়াও

রাজারহাট–গোপালপুর

পরীক্ষার ফল যাতে ভাল হয়, সেজন্য পরীক্ষার আগে পুরসভার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষকদের দিয়ে শিক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হতো বলে এলাকাবাসী জানালেন। এমনকি পুর এলাকায় প্রত্যেক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের টেস্ট পেপার তুলে দেওয়া হতো। এছাড়াও প্রতি বছর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে ভাল ফল করা ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করার জন্যে সম্বর্ধিত করার পাশাপাশি উপহারস্বরূপ তাদের হাতে কম্পিউটার ল্যাপটপ ইত্যাদি তুলে দেওয়া হতো। যা এখন পুরোপুরি বন্ধ বলে অভিযোগ। রাজারহাট–গোপালপুর পুরসভায় এহেন অবস্থা হলেও প্রশাসক থাকাকালীন দক্ষিণ দমদম পুরসভায় নাট্য উৎসব, মধ্যমগ্রাম পুরসভায় পরিবেশ মেলার মত অনুষ্ঠান সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু রাজারহাট–গোপালপুর পুরসভার ক্ষেত্রে সব কিছু কেন বন্ধ, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে পুর বাসিন্দাদের মধ্যে।

এগুলি ছাড়াও চিকিৎসার খরচ, পুর হাসপাতালের বিল কমিয়ে দেওয়া, বেকার গরিব যুবকদের রিক্সা বা অন্য কারণে আর্থিক সাহায্য প্রদান প্রাক্তন পুরপ্রধান প্রায়শই করতেন বলে জানা গিয়েছে। যা এখন দেওয়া হয়না বলে বাসিন্দাদের আক্ষেপ। অনুদানের টাকা চালুর বিষয়ে পুরসভায় খোঁজ নিতে আসা একদল পড়ুয়ার বক্তব্য, 'পুরসভা থেকে আমরা মাসে মাসে অনুদান পেতাম। কিন্তু কেন যে কয়েকমাস ধরে তা বন্ধ রয়েছে বুঝতে পারছি না। এর ফলে পড়াশুনো চালানোয় খবু সমস্যা হচ্ছে। আবার চালু হয়ে গেলে খুব উপকার হতো।' এ বিষয়ে প্রাক্তন পুরপ্রধান তাপস চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'জন প্রতিনিধিদের মতো দায়বদ্ধতা প্রশাসকের থাকেনা। এটা তারই নিদর্শন। ছাত্রছাত্রীদের অনুদান, বই দেওয়া, শিক্ষা শিবির সবই তো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে মানুষ বুঝতে পারছে, প্রশাসক বসিয়ে পুরসভা পরিচালনা করা যায় না।' যদিও পুরসভার একাংশের দাবি, পুরসভা পরিচালনার জন্যে স্থানীয় মন্ত্রী, বিধায়ককে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। তাই এর দায়ভার শুধুমাত্র এসডিও–র উপরে ফেলা ঠিক নয়। তবে এ বিষয়ে এসডিও–র মতামত জানার চেষ্টা করা হলেও তাঁর কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

এবার মহাকুম্ভ নাসিকের গোদাবরী তটে

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১৪ জুলাই মহারাষ্ট্রের নাসিকের গোদাবরী তটে মহাকুম্ভ মেলার সূচনা হয়ে গেল। ''সিংহ রাশিং গতে সূর্য্যে সিংহরাশ্যাং বৃহস্পতৌ। গোদাবর্য্যাং ভবেৎ কুম্ভো জায়তে খলু মুক্তিদঃ।'' অর্থাৎ বৃহস্পতি এবং সূর্য সিংহ রাশিতে গমন করলে গোদাবরীতে (নাসিক বা পঞ্চবটী) মুক্তিপ্রদ কুম্ভযোগ হয়ে থাকে। ১২ বছর পর নাসিকে এবার মহাকুম্ভ মেলা। এই মেলাকে কেন্দ্র করে সারা ভারতবর্ষর হিন্দু তীর্থযাত্রীরা গোদাবরীতে স্নান করার জন্য যাবেন। স্কন্দ পুরাণে এই গোদাবরীতে কুম্ভযোগে স্নানের মাহাত্ম্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, ষাট হাজার বছর ভাগীরথী স্নানের ফল লাভ হয়। ব্রহ্মবৈর্বত্ত পুরাণে বলা হয়েছে অশ্বমেধ যজ্ঞ ও লক্ষ গোদানের পুণ্য লাভ হয়।

গোদাবরী তটে নাসিক হিন্দুদের একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র ও পুণ্যভূমি। পবিত্র গোদাবরী দুভাগ করেছে নাসিক শহরকে। গোদাবরী এখানে দক্ষিণ বাহিনী। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সীতা লক্ষ্মণ বনবাসের দীর্ঘকাল এখানে কাটান। রামায়নের পঞ্চবটী গোদাবরীর অপর পারে অবস্থিত। কথিত আছে এস্থানে শূর্পনখার নাসিকা ছেদন হয়, তাই এই স্থানের নাম নাসিক। তবে মোগল আমলের গুলশনবাদই আজকের নাসিক শহর। পঞ্চবটীতে পঞ্চবটের ছায়ায় শ্রীরামচন্দ্রের পর্ণকুটীর আজও সেই স্মৃতি বহন করে চলেছে। বহু হিন্দু মন্দির এখানে অবস্থিত। ৫০০ বছরের পুরনো মন্দিরগুলোর মধ্যে অন্যতম সোমেশ্বর মন্দির, নাড়ুশংকর মন্দির, সুন্দর নারায়ণ মন্দির ইত্যাদি। রামঘাট সংলগ্ন রামকুন্ড এখানকার পরম পবিত্র তীর্থ, যেমন হরিদ্বারের ব্রহ্মকুন্ড। পঞ্চবটীর প্রধান মন্দিরে রাম–সীতার মূর্তি বিরাজ করছে। এখানে একটি পুরান প্রসিদ্ধ কপালমোচন শিবের মন্দির আছে।

কথিত আছে এখানে শিব কঠোর তপস্যা করেছিলেন তাই কপালমোচন শিবের মন্দির। নাসিক দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ত্র্যম্বকেশ্বর মহাদেবের জন্য বিখ্যাত তীর্থ। নাসিক শহর থেকে ২৮ কিলোমিটার দূরে ব্রহ্মগিরি পাহাড়। পাহাড়ের পাদদেশে ত্র্যম্বকেশ্বর। দেবী গোদাবরীর উৎপত্তি এই ব্রহ্মগিরি পাহাড় থেকে। গোদাবরী কুম্ভপর্বে অরুণা–গোদাবরী সঙ্গম, রামঘাট, লক্ষ্মণঘাট, সীতাঘাট, অহল্যাবাঈঘাট, গোদাবরীতট জুড়ে এমন অসংখ্য ঘাটে চলে সাধু, সন্ন্যাসী আর তীর্থকামীদের পুণ্যস্নান। নাসিকে চার মাস ধরে কুম্ভমেলা হয়। শ্রাবণ মাসে সিংহ রাশিতে বৃহস্পতিবার মঙ্গল ও ভৃগু সংযোগ হলে 'সিংহস্ত' যোগ হয় এবং ওটি প্রথম ও প্রধান স্নানের লগ্ন। ভাদ্রের অমাবস্যাতে দ্বিতীয় এবং কার্তিকের শুক্লা তিথিতে অন্তিম স্নান হয়।

সোনা–ক্রুডের পতন অব্যাহত

বর্ষার অবিরাম ধারায় চেনা ছন্দে ভারতীয় বাজার

শুদ্ধাশিস গুহ

প্রত্যাশা মতোই ভারতীয় শেয়ার বাজার তার অগ্রগতি ধরে রেখেছে। গত সোমবার থেকে শুরু হওয়া সপ্তাহের প্রথম দুটি দিন ভারতীয় সূচক সামান্য পতনের ইঙ্গিত দিলেও বুধবার থেকে ফের নয়া কদমে বাড়তে শুরু করেছে। যার জেরে ৮৬০০ পেরিয়ে আরও নতুন কোনও শৃঙ্গের খোঁজ করছে ভারতীয় বাজার। হতে পারে আগামী মাস দুই তিনেক শেয়ার বাজার তার এই আগুয়ান মনোভাব বজায় রাখবে। এর সঙ্গে বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতি ভালো থাকলে এই উন্নয়নের ধারা চালু থাকবে। যদি মাঝখানে অবশ্য কোনও বড়সড়ো খারাপ ঘটনা অর্থ বাজারের পক্ষে নেতিবাচক বার্তা নিয়ে আসে তবে বাজার ফের নিচের দিকে ধাবিত হতে পারে। সেই সম্ভাবনা আপাতত সব দিক থেকে অনেক কম। বিশেষ করে ভারতের অর্থনীতি যে প্রবাহে এগোচ্ছে তাতে এর থমকে যাওয়ার সম্ভাবনা আপাত দৃষ্টিতে কম।

এই মুহূর্তে ভারতীয় শেয়ার মার্কেট 'বুল রান' বা তেজিয়ান দৌড়ে সামিল হয়েছে। সেই হিসেবে ভারতীয় বাজারের উত্থানের শুরুটা হয়েছিল গত দু–তিন বছর আগে থেকেই। যখন ভারতের নিফটি ৫২০০–র কাছাকাছি ছিল তখন সেই যাত্রা সম্ভবত শুরু হয়। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। নিফটিও এই তিন বছরের মধ্যে প্রায় চার হাজার পয়েন্ট বেড়ে নয় হাজার অতিক্রম করেছিল। মাঝে খানিকটা শ্লথ হয়ে যায় তার চলাফেরা। নিফটি ৫২০০ থেকে একটানা যে বেড়েছে তা নয়, তবে উত্থানের কক্ষপথ এই সময় থেকেই মূলত শাণিত হতে থাকে। যা যত সময় এগিয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে। এই মুহূর্তে এই বিজয় চাকা ফের ৯০০০ কে চ্যালেঞ্জ করতে চাইছে। অন্তত এখন পর্যন্ত নিফটির অবস্থান দেখে তাই মনে হচ্ছে। গত এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে নিফটির রথ থমকে দাঁড়ানোর সময় তার অবস্থান ছিল সেই ৯ হাজারের ওপরে। সেখান থেকে পড়তে পড়তে গত জুন মাসে নিফটি গিয়ে দাঁড়ায় ৮ হাজারের নিম্নতলে। দুদিনের জন্য ৮ হাজার ভাঙতেও দেখা গিয়েছে তাকে। পরে অবশ্য সেই নিচ তল থেকে আবারো উন্নয়নের অট্টালিকায় চড়ে বসেছে ভারতীয় সূচকটি।

মাঝে গ্রিসের অর্থনৈতিক ডামাডোল সমস্যাক্লিষ্ট করে তুলেছিল গোটা আর্থিক দুনিয়াকে। ভারতের বাজার সেই সময় পড়লেও সবার আগে ঘুরেও দাঁড়ায়। এখানেই বোঝা গিয়েছে তার শক্তি অনেক গভীর। বিশেষ করে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপি দিল্লির গদিতে বসার পর থেকেই শেয়ার বাজারের এই চাঙ্গা মনোভাব ক্রমশ উর্দ্ধমুখী হয়ে উঠেছে। এখন তা সহজে ভঙ্গুর হওয়ার নয়। কম বর্ষার বাঁধাও যে বাজারকে বিলম্বিত করবে না তা মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। উল্লেখ্য, বর্ষা আসার আগে এল–নিনোর প্রকোপ নিয়ে চিন্তান্বিত আবহাওয়াবিদরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবার বর্ষা নাকি কম হবে, বৃষ্টিপাত ব্যাহত হবে সারা দেশ জুড়ে। মৌসুমী বায়ুর এই সর্বনাশের গল্প শুনে স্বাভাবিক ভাবেই কৃষিনির্ভর ভারতে শেয়ার বাজারও ভীত

অর্থনীতি

হয়েছিল। কিন্তু সেই অশান্ত আবহাওয়ার প্রেক্ষাপটকে প্রায় ছয় মারার ভঙ্গিতে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে শেয়ার বাজারে হাসি ফুটিয়েছে অফুরন্ত বৃষ্টি। পূর্ব ভারত তো বটেই, পশ্চিম এবং দেশের দক্ষিণ ও উত্তর প্রান্তেও বর্ষা অকৃপণভাবে তার ঝুলি উজার করেছে। স্বাভাবিকভাবেই চাষবাসের সুসংবাদও বয়ে এনেছে এই ভরা বর্ষা। তাতে শেয়ার মার্কেটের সাময়িক বাধা কেটে গিয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির কু–প্রভাবের যে গল্প গ্রিস থেকে আমদানি হয়েছিল তাও মোটামুটি কেটে গিয়েছিল। গ্রিস যেমন নিজেদের নমনীয় করতে বাধ্য হয়েছে তেমনই ইউরোপও তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে জটিল অরাজক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। এর মধ্যে ইরানের সমস্যা মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেও অচিরেই তা ডুব মেরেছে শান্তির আবহে।

চিনের অর্থনীতির খারাপ পরিস্থিতি বা সেদেশের শেয়ার বাজারের পতন সাময়িকভাবে ভারতকে ভাবালেও পরে তাই এদেশের অনুকূলে চলে এসেছে। পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে গত এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সাময়িক যে মন্দা ভারতের বাজারে গ্রাস করেছিল তার নেপথ্যে ছিল চিনের গল্প। আসলে চিনের শেয়ার বাজারে একসঙ্গে একাধিক আইপিও বা ইনিশিয়াল পাবলিক অফার হিসাবে বেশ কতগুলি নতুন শেয়ার আত্মপ্রকাশ করতে চলেছিল। অর্থনৈতিক জগতের খবর অনুযায়ী ভারত সহ বিদেশের বেশ কিছু বাজার থেকে ব্যাপক অর্থ তুলে নিয়ে তা এই আইপিওতে ঢালে বিদেশি লগ্নিকারীরা। এটা নজরে রাখা প্রয়োজন যেই সেই সব আইপিও চিনের বাজারে লিস্টেড হয় বা আত্মপ্রকাশ করে সে দেশে পতনের দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। সাদা বাঙলায় বলতে গেলে, আগে ছিল 'সেল ইন্ডিয়া বাই চায়না'। আর এখন সেটাই ধ্বনিত হচ্ছে 'সেল চায়না বাই ইন্ডিয়া'তে।

এভাবেই এদেশ থেকে চলে যাওয়া বিপুল রাশির অর্থ আবারও ফিরে আসছে স্রোতের মতো। সবকিছু ঠিকঠাক চললে আগামী ২০২০–র মধ্যে ভারতের শেয়ার বাজার পৌঁছে যেতে পারে তার সাম্প্রতিক কালের সর্ব্বোচ্চতম অবস্থানে। হতে পারে এই উত্থানের রেশ আরও দীর্ঘায়িত হল। এক্ষেত্রে এশিয়ার অন্যতম দেশ জাপান আমাদের সামনে বড় উদাহরণ। উল্লেখ্য, উদিত সূর্যের দেশ জাপানে শেয়ার বাজারের উন্নয়ন পর্ব অব্যাহত ছিল এক যুগ ছাপিয়ে প্রায় ২০ বছরের মতো। রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালার মতো বিশিষ্ট শেয়ার বিশেষদরা ভারতীয় নিফটির সর্বোচ্চ গ্রাফ বেঁধে দিয়েছে ৩০ হাজারের অবস্থানে। হঠাৎ করে এত বড় অঙ্কের কথা শুনলে কান ঝালাপালা করতে পারে বা রাকেশবাবুর লেখা পড়লে চোখ ভিমরি খেতে পারে। তা বলে ভারতীয় অর্থনীতির বুনিয়াদকে অস্বীকার করা যাবে না মোটেই। এমনটাও হতে পারে ৩০ হাজার না হোক ২০ হাজারের চৌকাঠে পৌঁছে গেল ভারতের বাজার। রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালার কথা যখন বলা হচ্ছে তখন আরও একজন বিশ্ব বন্দিত শেয়ার বিশারদের কথা না বললেই না। তিনি হলেন মার্ক ফেবার। এই মুহূর্তে ভারতীয় অর্থনীতির গুণগান তাঁর মুখেও শোনা যাচ্ছে। তাছাড়া এফআইআই বা বিদেশি ট্রেডাররা ফের খুল্লেয়াম কেনা শুরু করে দিয়েছে ভারতের বাজারে। এই সব মিলিয়ে উন্নয়নের পথ মসৃণ হয়ে উঠছে।

এতো কিছু ইতিবাচকের মধ্যে বাধা যে আসবে না তা নয়। বরং দেখা যাবে মাঝেমধ্যেই বিশ্ববাজারের কোনও খারাপ খবর বা ভারতের রাজনীতির কচকচানী অর্থনৈতিক বাজারকে টেনে ধরার চেষ্টা করবে। কিন্তু সেই সব পতন বা কারেকশনে সবার আগে কেনায় মনোযোগী হতে হবে। বিশেষ করে যে সব কোম্পানি বা শেয়ারের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল তাতে ঢেলে বিনিয়োগ করতে হবে। সোনার বাজারে পতন আরও একটি ইঙ্গিত বহন করছে শেয়ার বাজারের উত্থানের। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন ২০০৮ সালে সারা বিশ্ববাজারের সঙ্গে ভারতীয় বাজার যখন চরম পতনের দিকে ধাবিত হয়েছিল তখন কমোডিটি ক্ষেত্র, ক্রুড অয়েল বা কাঁচা তেল, সোনা, রূপা ইত্যাদি দ্রব্যের ব্যাপক উত্থান ঘটেছিল। ক্রুড অয়েল ভারতের বাজারে পৌঁছে গিয়েছিল প্রায় দেড়শো ডলারের কাছে। একইভাবে সোনা ৩৩ হাজারের ঘর ছুঁয়েছিল। সেদিক থেকে শেয়ার বাজার ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কমোডিটি মার্কেট পতনের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। ক্রুড এবং সোনার দামও এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ক্রমশ নিচে আসছে। ভারতীয় শেয়ার বাজারের পক্ষে আর একটা খারাপ উপাদান আগামী দিনে আসার সম্ভাবনা জোরদার। তা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান ব্যাঙ্ক ফেড আমেরিকায় সুদের হার বাড়াতে চলেছে এ বছরেই। যদি সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে এই সুদের হার বাড়ে তবে একবার সাময়িকভাবে হলেও ভারতের শেয়ার বাজার থমকে যাবে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য এই বাধা কাটিয়ে ভারতের বাজারের ঘুরে দাঁড়াতে নতুন বছর অর্থাৎ ২০১৬ লেগে যাবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৫ জুলাই – ৩১ জুলাই, ২০১৫

মেষ: স্থান পরিবর্তনের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না। অন্যের কথায় রাগ হয়ে যাবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। ভাগ্যের উন্নতি ঘটবে। কর্মস্থলে শুভ হবে। চলাফেরায় সাবধান থাকতে হবে। আয় ভালই হবে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ।

বৃষ: পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। শত্রুরা তৎপর হয়ে থাকবে আপনার ক্ষতি করার জন্য। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। সুন্দর মানসিকতার জন্য সুনাম পাবেন। যোগাযোগ মূলক কাজে ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকবে।

মিথুন: একদিকে যেমন আপনি সুনাম, যশ বজায় রাখতে পারবেন, তেমনি অন্যদিকে পরিবেশের মধ্যেই প্রবল শত্রুতার যোগ রয়েছে। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। ব্যবসা–বাণিজ্যের বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। তীর্থ ভ্রমণের যোগ রয়েছে।

কর্কট: স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। নিজের ব্যক্তিত্বের জোরে অনেক অসাধ্য কাজ আপনি অতি সহজেই করে ফেলতে পারবেন। ধর্মীয় বিষয়ে মন আকৃষ্ট হবে। শিক্ষায় শুভ ফলের আশা করা যায়। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন।

সিংহ: পাড়া প্রতিবেশী বা বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সফলতা আসবে। লেখাপড়ায় ফল ভালই হবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে কিঞ্চিৎ বাধা আসতে পারে। নতুন কর্মলাভ অথবা কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে।

কন্যা: শিক্ষায় অশুভের মধ্যেও শুভ হবে। আয় পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাবে। কর্মস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। সৎগুরু লাভের যোগ রয়েছে , লেখাপড়ায় শুভ হবে। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভ যোগ দেখা যায়।

তুলা: পূর্বের দায়িত্বমূলক কাজগুলি এখন করতে পারেন। সফলতা পাবেন, গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভফলের যোগ ও গৃহে শুভানুষ্ঠানেরও যোগ রয়েছে। বন্ধু বা মাতৃস্থানীয়ার যথেষ্ঠ সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় শুভ ফল পাওয়া যাবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ হবে।

বৃশ্চিক: স্নেহ–প্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষিত হয়। আয় আগের তুলনায় বাড়বে দায়িত্বমূলক কাজে শুভ যোগাযোগ রয়েছে। ধর্মের বিষয়ে উন্নতি হবে। এই সময় দীক্ষা নিলে শুভ হবে। কর্মস্থলে কিঞ্চিৎ বাধা আসতে পারে।

ধনু: আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে না। ব্যবসায় শুভ ফল পাবেন। বিবাদ–বিতর্ক এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। কর্মস্থলে কোনও না কোনও সমস্যা থাকবে। যকৃৎ সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বুঝে চলবেন।

মকর: ধীরে ধীরে সময়টি ভাল আসছে, ব্যবসা–বাণিজ্যের বিষয়ে লাভযোগ লক্ষিত হয়। তবে আয় সামান্য বাড়বে। সন্তান–সন্ততির বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় ফল লাভ হবে।

কুম্ভ: নতুন বন্ধু লাভ হতে পারে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক নয়। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট। আর্থিক বিষয়ে বাধা থাকলেও অর্থ পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পড়ে গিয়ে রক্তপাতের যোগ রয়েছে।

মীন: বুদ্ধি করে চলতে পারলে ভালই ফল পাবেন। শুভ কাজে অর্থ ব্যয়। কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে শুভফলে বাধা আসবে। দায়িত্বমূলক কাজে মনের মতো ফল পাবেন না। ব্যবসা–বাণিজ্যে গোলযোগ দেখা দেবে।

স্কুল সার্ভিসের দরখাস্তে ভুল সংশোধনের সুযোগ

স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে উচ্চ–প্রাথমিক স্কুলের 'টেট'এর জন্য যাঁরা দরখাস্ত করেছেন, তাঁরা ওয়েবসাইটে নিজের দরখাস্তের স্ট্যাটাস জানতে পারবেন। দরখাস্ত করার সময় কোনও ভুল করে থাকলে তা শুধরে নিতে পারবেন। স্কুল সার্ভিস কমিশন সূত্রে জানানো হয়, পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলের বেলায় 'টেট' হবে ১৬ আগস্ট। এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৫ লাঙ।

স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সুবিরেশ ভট্টাচার্য জানান, 'টেট' এর ফর্ম পূরণের সময় কোনও ভুল করে থাকলে যেমন, ছবি আপলোড করতে গিয়ে ভুল হয়ে থাকলে, বিষয়, ভাষা, লিঙ্গ, জন্ম–তারিখ, ঠিকানা, পরীক্ষাকেন্দ্র, প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কোনও তথ্য দিতে ভুল হয়ে থাকলে তা সংশোধন করতে পারবেন, ২০ জুলাইয়ের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে www.wesbengalssc.com তবে আবেদনের জেলা ও যেখানে পরীক্ষা কেন্দ্র তার এলাকা আর বিষয় বদল করা যাবে না। ২০ জুলাইয়ের মধ্যে সংশোধন হয়ে গেলে ওই সপ্তাহের শেষের দিকে অ্যাডমিট ডাউনলোড করতে পারবেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ওপরের ওই ওয়েবসাইটে পাবেন।

কেন্দ্রীয় সংস্থায় ১৭৪ সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট

গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়ের জন্য

কন্টেনার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট (সি অ্যান্ড ও) পদে ১৭৪ জন লোক নিচ্ছে। মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটারে কাজ চালানোর দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২৮ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম তারিখ হতে হবে ৩০–৬–১৯৮৭ বা, তারপর। কোনও প্রার্থীই বয়সে ছাড় না। মূল মাইনে ১০,২২০–২৭,১০০ টাকা। শূন্যপদ : নর্দান/নর্থ সেন্ট্রাল রিজিয়নে ১০০টি (জেনাঃ ৫৩, ওবিসি ২৮, তঃজা ১৩, তঃউঃজাঃ ৬, প্রতিবন্ধী ৪, প্রাঃসঃকঃ ১০)। উত্তর–পশ্চিম রিজিয়নে ১৯টি (জেনাঃ ১১, ওবিসি ৫, তঃজা ৩, প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসঃকঃ ২)। সেন্ট্রাল রিজিয়নে ২৩টি (জেনাঃ ১৬, ওবিসি ৩, তঃজাঃ ৪, প্রতিবন্ধী ২, প্রাঃসঃকঃ ২)। পশ্চিম রিজিয়নে ১৫টি (জেনাঃ ৮, ওবিসি ৪, তঃজাঃ ৩, প্রতিবন্ধী ২, প্রাঃসঃকঃ ২)। সাউথ সেন্ট্রাল রিজিয়নে ১৬টি (জেনাঃ ৯, ওবিসি ৪, তঃউঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃসঃ কঃ২)। সাউদার্ন রিজিয়নে ১টি (জেনাঃ)।

এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : Advt. CON/HR/216/18.07.2015

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। কবে কোথায় পরীক্ষা হবে, পরীক্ষার সিলেবাস ইত্যাদি ওয়েবসাইটে পাবেন। পরীক্ষা হবে দিল্লি, আহমেদাবাদ, হায়দরাবাদ ও চেন্নাইয়ে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১০ আগস্টের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.concorindia.co.in অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি থাকতে হবে। এছাড়াও পরীক্ষা ফী বাবদ ১৫০ টাকা দিতে হবে ডেবিট কার্ড বা, ক্রেডিট কার্ডে। তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না। আরও বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওপরের ওই ওয়েবসাইটে।

ম্যানেজমেন্টের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ভর্তির 'ম্যাট' পরীক্ষার দরখাস্ত নেওয়া শুরু

কলকাতা সহ সারা ভারতের ১৭০টি স্বীকৃত ইনস্টিটিউটে 'ম্যানেজমেন্টে'র স্বীকৃত পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট কোর্স (এমবিএ ও অ্যালায়েড কোর্স)–এ ভর্তির জন্য অল ইন্ডিয়া ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন– সেন্টার ফর ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস'এর 'ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট বা, ম্যাট পরীক্ষার দরখাস্ত নেওয়া শুরু হয়েছে। যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। এবছরের ডিগ্রি কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। 'ম্যাট' পরীক্ষা হবে সেপ্টেম্বর মাসে। পরীক্ষা হবে দু'বছর ভাবে। (১) পেপার বেসড টেস্ট, (২) কম্পিউটার বেসড টেস্ট (অনলাইন টেস্ট)। পেপার বেসড টেস্ট হবে ৬ সেপ্টেম্বর, বেলা ১০টা থেকে সাড়ে ১২টা। পূর্ব ভারতের কলকাত সহ বিভিন্ন কেন্দ্রে। কম্পিউটার বেসড টেস্ট (অনলাইন টেস্ট) হবে ১২ সেপ্টেম্বর থেকে। সফল হলে নির্দিষ্ট কিছু ইনস্টিটিউটগুলির যে কোনও একটিতে ভর্তির জন্য গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউ দিতে পারেন। 'ম্যাট' পরীক্ষার জন্য আবেদন করার পাশাপাশি ওইসব ইনস্টিটিউটে ভর্তির জন্য আলাদাভাবে আবেদন করতে হবে। 'ম্যাট' পরীক্ষার ফল বেরোনোর পর র‍্যাঙ্কিং জানিয়ে চিঠি পাঠালে তখন গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউয়ের 'কল লেটার' পাবেন। কাজেই দরখাস্তর করতে দু'বার, নির্দিষ্ট ফী দিয়ে। এখন 'ম্যাট' পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত নেওয়া হচ্ছে।

এবারের ম্যাট' পরীক্ষায় সফল হলে পূর্বাঞ্চলে ভর্তি হতে পারবেন এইসব স্টাডি সেন্টারে।

কলকাতা : (১) অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয় (২) ভাযরতীয় বিদ্যাভবন (৩) ইন্টার্ন ইনস্টিটিউট অফ ইন্টিগ্রেটেড লার্নিং ম্যানেজমেন্ট, (৪) ফিউচার ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অফ টেকনোলজি, (৬) হেরিটেজ বিজনেস স্কুল (৭) ইনস্টিটিউট অফ বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (৮) ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, (৯) ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট স্টাডি, (১০) এনএসএইচএম বিজনেস স্কুল, (১১) টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ। নদিয়া জে আইএস, কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং। রাচী। বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট।

কাজের খবর

ভুবনেশ্বর : এশিয়ান স্কুল অফ বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, ভবনস সেন্টার ফর কমিউনিকেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট টেকনোলজি, ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনফর্মেশন সায়েন্স, ইন্টারসায়েন্স ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি, শিক্ষা ও অনুসন্ধান বিশ্ববিদ্যালয়।

বিষ্ণুপুর : ক্যালকাটা বিজনেস স্কুল। দুর্গাপুর : এবিএস অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স, টেকনোলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, বেঙ্গল কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি।

গুয়াহাটি : নর্থ ইস্টার্ন রিজিওন্যাল ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট।

হলদিয়া : হলদিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি।

জামশেদপুর : নেতাজি সুভাষ ইনস্টিটিউট অফ বিজনেস ম্যানেজমেন্ট।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২২ আগস্টের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে, www.apps.aima.in/matsept15 অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে ১,২০০ টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে জমা দেবেন। এছানাও ১২০০ টাকার ক্রসড ডিমান্ড ড্রাফট কাটার পর অনলাইনে নাম রেজিস্টি করে ড্রাফট ডাকে পাঠিয়ে দরখাস্ত করতে পারবেন। ড্রাফট করাবেন 'All India Management Association' এর অনুকূলে ও পেয়েবল অ্যাট লিখবেন ''Delhi', অনলাইনে নাম নথিভুক্ত করার পর 'অনলাইন রেজিস্ট্রেশন প্রিন্ট আউট' নয়াদিল্লির এআইএমএ'র অফিসে জামা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৫ আগস্ট।

এই ঠিকানায় : AIMA Management, House, 14 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi–110 003.

ফোন : (০১১) ২৪৬০৮৫০০, ২৪৬৩৮৮৯৬। এছাড়াও পাবেন এইসব নোডাল সেন্টার থেকে।

কলকাতা (১) অ্যানেক্স কলেজ অফ ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, কলকাতা। ফোন : ২২৬৪০৭৭০। গুয়াহাটি : নর্থ ইস্টার্ন রিজিওন্যাল ইনস্টিটিউট ম্যানেজমেন্ট, ফোন : ২২৩৪৯৯৯।

নিউ দিল্লি : এশিয়ান ইনস্টিটিউট ম্যানেজমেন্ট, ফোন ২৫৪৫৪৯২১। দিল্লি ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস, ফোন : ২৩৩১৫০১৮।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা স্বাস্থ্য দফতরে ৪০ আশা ফেসিলিটেটর

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনে কাজের জন্য 'ব্লক আশা ফেসিলিটেটর' পদে ৪০ জন লোক নিচ্ছে। চাকরি হবে চুক্তিতে। সোশ্যাল সায়েন্স/সোশিওলজি/সোশ্যাল অ্যানথ্রোপলজি/এমবিএ/ইকনমিক্স /ম্যাস কমিউনিকেশন/রুরাল ডেভেলপমেন্ট/সোশ্যাল ওয়ার্কের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা কোনও হেলথ প্রোজেক্টে অন্তত ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলেও যোগ্য। এমএস অফিস ও ইন্টারনেট বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে। আশা প্রকল্পে কাজ ও এমএস অফিস আর ইন্টারনেটে জ্ঞান থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ৪০ বছরের মধ্যে। পারিশ্রমিক মাসে ৭.৫০০ টাকা। শূন্যপদ বারাসাত সাব–ডিভিশনে ১৪টি (জেনা : ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, জেনাঃ ইসি ১, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি ১) বসিরহাট সাবডিভিশনে ২০টি (জেনাঃ ৩, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১, জেনাঃ ই.সি ৪, জেনাঃ প্রাঃসঃকঃ ২, ওবিসি এ ক্যাটেগরি ১, ওবিসি সি ক্যাটেগরি ১, ওবিসি এ ক্যাটেগরি ইসি১, ওবিসি বি ক্যাটেগরি ইসি ১, তঃজাঃ ইসি ১, তঃ!জাঃ প্রাঃসঃকঃ ১, জেনাঃ প্রতিবন্ধী ১)। ব্যারাকপুর সাব ডিভিশনের ব্যারাকপুর ২ ব্লকে ২টি (জেনাঃ১, তঃজাঃ১)।

গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়ের জন্য

সব পদের বেলায় তপশিলীরা ৫ বছর আর ওবিসিরা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা/টেস্টের মাধ্যমে। অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন ১৩ আগস্টের পর থেকে।

দরখাস্ত করবেন সাধারণ কাগজে, নিচের বয়ানে। এছাড়াও বয়ান পাবেন এই ওয়েবসাইটে www.north24parganas.gov.in এছাড়াও পাবেন www.karmosangsthan.com ওয়েবসাইটের 'Download Forms' এর মধ্যে। তখন সঙ্গে দেবেন (১) বয়স , শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির যাবতীয় প্রমাণপত্রের প্রত্যায়িত নকল (২) এখনকার তোলা স্বপ্রত্যায়িত করা ১ কপি পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে), (৩) বাসিন্দা সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল। দরখাস্ত জমা দেবেন ২৮ জুলাইয়ের মধ্যে। বসিরহাট সাব–ডিভিশনের বেলায় দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায় : The Sub–Divisional Officer, Office of the Sub–Divisional Officer, Basirhat Sub Division, North 24 Parganas বারাসাত সাবডিভিশনের বেলায় দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায় : The Sub–Divisional Officer, Office of the Sub–Divisional Officer, Barasat Sub Division, North 24 Parganas. বনগাঁ সাব ডিভিশনের বেলায় পাঠাবেন এই ঠিকানায় : The Sub Divisional Officer, Office of the Sub–Divisional Officer, Bongaon Sub Division, North 24 Parganas. ব্যারাকপুর সাব–ডিভিশনের বেলায় দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানা : The Sub Divisional Officer, Office of the Sub–Divisional Officer, Barrackpore Sub Division, North 24 Parganas.

রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার ওয়ার্ডগুলি বর্ষার জলে ভাসছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভরা বর্ষায় ডুবলো কলকাতা লাগোয়া বারুইপুর সোনারপুরের ওয়ার্ডগুলি। দীর্ঘদিন ধরে রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার অধীনে ১,৪,২৭,২৮, ২৯,৩৩,৩৪, ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডগুলির নিকাশি ব্যবস্থা একেবারেই অচল অবস্থায় পড়ে আছে। প্রত্যেকবারে একই ছবি। জমা জল বেরোবার ব্যবস্থা নেই। টালির নালা বা আদি গঙ্গা হল এই এলাকার একমাত্র জল বেরোবার রাস্তা। কিন্তু সেটাই জটিল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। গড়িয়া থেকে খুড়িগাছি ও বিদ্যাধরপুর পর্যন্ত অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক। টালি নালা দেখভাল করার কাজ সেচ দফতরের। রাজপুর সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ডাঃ পল্লব দাস বলেন সেচ দফতরের মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিষয়টি জানিয়েছি। তিনি বলেছেন যে আমি ইতিমধ্যে আমার দফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে নির্দেশ দিয়েছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমস্যা সমাধান করার জন্য। অন্যদিকে গড়িয়া কামালগাজি যে সমস্ত ফ্ল্যাট তৈরি হয়েছে সেখানে জল বেরোনোর কোনও রাস্তা নেই যার ফলে রাজপুর সোনারপুর পুরসভা থেকে নৌকা নিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের যাতায়াত করতে হচ্ছে। কলকাতা লাগোয়া ওয়ার্ড ৩৩, ৩৪, ৩৫ কাউন্সিলরদের বক্তব্য পাম্প করে যে জলটা বেরোবে সেই জমা জলগুলি কোথায় ছাড়া হবে? সমস্ত ওয়ার্ডগুলির পুকুর, খানা-খন্দ, ড্রেন, ডোবা সব ভর্তি হয়ে গিয়েছে।

এছাড়া রেনিয়ার পাশেই বাঁশদ্রোনি, কলকাতার বেশ কিছু জল এখান থেকে ঢুকছে। ২৮ নম্বর ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট গোপাল দাস বলেন কনট্রাকটরদের উচিত ছিল ড্রেনগুলি ৪ ফুট করে তৈরি করা। তা না করে দেড় ফুট করে ড্রেনগুলি করে দিয়েছে। এরফলে দুর্বিসহ পরিস্থিতির মুখে পড়েছে এলাকার বাসিন্দারা।

এছাড়া বিগত বহু বছর ধরে রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার নিজেদের পাম্প নেই। সেই কারণে পাম্প ভাড়া করে চালাতে হচ্ছে। গড়িয়ায় ১ নম্বর ওয়ার্ড ও ৪ নম্বর ওয়ার্ড বেশ সঙ্কটজনক অবস্থার মধ্যে রয়েছে। কারণ এই ওয়ার্ডগুলি টালি নালার পাশে। গড়িয়ায় টালি নালার জমা জল একবারেই স্থির হয়ে আছে। এর কোনও গতিপথ নেই। কিছু কাউন্সিলরদের মত রাস্তার মধ্যে থেকে হাইড্রেন নিয়ে গিয়ে একেবারে গঙ্গায় ফেললে তাহলে এতো দুর্ভোগ মানুষকে সইতে হতো না। প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে পাইপ লাইন হাইড্রেনের সঙ্গে সংযোগ করলে ওয়ার্ডের সমস্ত জমা জল বেরিয়ে যেত তাহলে মানুষকে এতো সমস্যায় পড়তে হোত না। রাজপুর–সোনারপুর পুরসভা থেকে আপাতত কিছু শ্রমিক এবং খোয়া পাওয়া গিয়েছে যা দিয়ে নিচু জায়গাগুলি ভরাট করা হচ্ছে। কাউন্সিলরদের বক্তব্য এখনো পর্যন্ত পুরসভার পরিকাঠামো তৈরি হয়নি। তাহলে মা–মাটি–মানুষের পুরসভা বিগত পাঁচ বছরে পরিকাঠামো সঠিক ভাবে তৈরি করতে পারলো না কেন? এই প্রশ্নে ক্ষোভ চেপে রাখেন নি নব নির্বাচিত কাউন্সিলররা।

আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক জেলা শাসকের

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জেলাশাসক পিবি সেলিম গত ১৫ জুলাই জেলার বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে আলিপুরে একটি জরুরি সভা করলেন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, সেচ, পিএইচ সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। পিছিয়ে পড়া জেলাকে খুব শীঘ্রই প্রথম সারিতে নিয়ে আসার জন্য জেলাশাসক প্রথম থেকেই তৎপর হয়েছেন। জেলার ২৯টি ব্লকের বিডিওদেরও প্রথম জেলার ডেভেলপমেন্ট মিটিং বার্তা দিয়েছেন কোনও কাজ ফেলে রাখা চলবে না। পানীয় জল নিয়ে জেলায় মানুষের সমস্যা আছে। সূত্র মারফৎ জানা যায় পিএইচ–এর আধিকারিকদের কাছ থেকে তিনি বিস্তারিতভাবে তথ্য নিয়েছেন। এবং কিভাবে সমাধান করা যায় তার রূপরেখা তৈরি করতে বলেছেন। জেলায় খাল সংস্কারের গতিপ্রকৃতি এবং জলাশয় সংস্কার সম্বন্ধে জানতে সেচ দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন ও অচিরাচরিত বিদ্যুৎ প্রকল্প সম্পর্কে খোঁজ নেন আধিকারিকদের কাছ থেকে। ১০০ দিনের কাজ ইন্দিরা আবাস যোজনার প্রকল্প দ্রুত রূপায়ণ করতে আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। প্রতিটি ব্লকে এই প্রকল্পের নজরদারী করার ওপর গুরুত্ব দিতে বলেন। নির্মল বাংলা মিশন প্রকল্পকে সার্থক করতে সংশ্লিষ্ট দফতরে আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। ইতিমধ্যেই আলিপুর চত্বরে প্লাসটিক ফ্রি জোন করতে পোস্টার পড়েছে জেলা শাসকের উদ্যোগে। ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর খোল নলচে পাল্টাতে এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের শৌচালয় ও শৌচাগারগুলোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। খোলা মাঠে মলমূত্র ত্যাগ করা বন্ধ করতে পঞ্চায়েত স্তরে নির্দেশ দিয়েছেন। ব্লকে ব্লকে যে সমস্ত এনজিওদের শৌচাগার নির্মাণ করার বরাত দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে আরও তৎপর হতে বলা হয়েছে। জেলার প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার প্রসঙ্গ দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গেও জেলাশাসক কথা বলেন। সুন্দরবন এলাকার নদী বাঁধের সমস্যা ও নানা বিষয় নিয়েও জেলাশাসক আধিকারিকদের কাছ থেকে খোঁজ নেন বলে জানা যায়।

মাতলা সেতুতে ফাটল, আতঙ্কিত পথচারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: শুক্রবার বিকাল ৬টায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং মাতলা নদীর উপর ক্যানিং বাসন্তী সংযোগস্থল মাতলা সেতুর ফাটল পরিদর্শন করে ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল। তিনি বলেন, ২০১১ সালে ৮ জানুয়ারি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মাতলা সেতু উদ্বোধন করেন। এমনকি এই সেতু বিগত বাম সরকার দুবার উদ্বোধন করে। এই সেতুর উপর দিয়ে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ এবং হাজার হাজার যানবাহন চলাচল করে। সাধারণ মানুষের কাছে ফাটলের কথা শুনে আমি সেতু পরিদর্শন করতে আসি। বিধায়ক শ্যামল মন্ডল আরও সেতুটি রাজপথ নির্মাণ করে। তারা ৩–৪ কোটি খরচ হবে আরও কয়েকটি আইটেম বাড়ানোর জন্য। কিন্তু তৎকালীন সুন্দরবন উন্নয়ন এ বিষয়ে কর্ণপাত করেননি। আমি এ ব্রিজ পরিদর্শন করলাম। ব্রিজের অবস্থা খুবই ভয়ঙ্কর এবং ব্যাপক ফাটল দেখা দিয়েছে। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। দুই একদিনের মধ্যে বিষয়টি আমি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিতভাবে জানাবো। মাতলা সেতুর দৈর্ঘ্য ৬৪৪.০ মিটার, প্রস্থ ১১.২৫ মিটার। সুন্দরবনে সব চেয়ে বড় এই সেতু। রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা নাবার্ডের সৌজন্যে নির্মাণ প্রকল্পে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ ২০০৬ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে ২৮.৬৪ কোটি ব্যয়ে নির্মাণ সংস্থা রাজপথ কনট্রাক্টরস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারস লিমিটেড কাজ করে। মাতলা সেতুতে ফাটল দেখা দিলে সাধারণ মানুষজন আতঙ্কে যাতায়াত করছে।

২১ জুলাই

রাজপুরে অন্য ছবি

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : ২১ জুলাই তৃণমূলের শহিদ দিবসে যে যানজটের চেহারা দেখা গিয়েছিল সারা রাজ্য জুড়ে তার এতটুকু ছোঁয়া লাগলো না দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজপুর সোনারপুরে। ধর্মতলায় তৃণমূলের শহিদ দিবসের ডাকে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর, কুলতলি, ক্যানিং, ধবধবি, জীবনতলা, বারুইপুর ও রাজপুর সোনারপুর থেকে হাজার হাজার বাস, লরি, ম্যাটাডোর এবং টাটা সুমোতে তৃণমূলের পতাকা টাঙিয়ে সমর্থকদের ধর্মতলায় যেতে দেখা যায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মূল প্রবেশ পথে ব্যাপক যানজটের সম্ভাবনা ছিলো। তার উপর রাজপুর চন্ডী বাড়িতে বিপদতারিণী পুজো দিতে এসেছিলেন প্রায় ২০ হাজার পূর্ণার্থী এবং হরিনাভিতে ছিলো রথের মেলার ভিড়। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে মানুষের ঢলে জনসভার আকার ধারণ করেছিলো রাজপুর। তার মধ্যে সভায় নিয়ে নেওয়া বাস–অটো ছিল খুব কম। এই অবস্থায় যাজজটের সমস্যা হবে বলেই ধারণা ছিলো দক্ষিণ ২৪ পরগনার যুব তৃণমূল নেতা সঞ্জীব সরকারের (পিঙ্কু)। তড়িঘড়ি করে রাজপুর সোনারপুর গ্রিন পুলিশ ও সিভিক ভলেন্টিয়ার ও তৃণমূলের অভিজ্ঞ কর্মীদের নিয়ে একটা ব্লু প্রিন্ট তৈরি করে ফেলেন তিনি। সেদিন সকাল ৮টায় রাজপুর ফাঁড়িতে তিনি নিজে দাঁড়িয়ে সমস্ত যানবাহনের গতিপথ পরিচালনা করে গ্রিন পুলিশ, সিভিক ভলেন্টিয়ার ও সোনারপুর থানার পুলিশদের সঙ্গে করে রাস্তা ঘাট ফাঁকা করে দেন। অন্যদিকে ঘন ঘন মাইক অটোচালকদের সাবধান হতে বলা হচ্ছে— যেখানে সেখানে দাঁড়াবেন না, অযথা হর্ন বাজাবেন না। বিপদতারিণীর বাড়িতে যারা পুজো দিতে এসেছেন তাদেরকে যত্ন সহকারে অটোতে উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রাজপুর সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ডাঃ পল্লব দাস নিজে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ট্রাফিক সামলাচ্ছেন। এই রকম দৃশ্য দেখে দক্ষিণ ২৪ পরগণা থেকে আগত ধর্মতলায় যাওয়ার পথে বাস বোঝাই তৃণমূল সমর্থকরা, এমনকি অফিস যাত্রী ও সাদারণ মানুষেরা হতবাক। অন্য দিকে নব নির্বাচিত ভাইস–চেয়ারম্যান শান্তা সরকার কামালগাজী মোড়ে দাঁড়িয়ে ট্রাফিকগার্ডদের সঙ্গে নিয়ে কন্ট্রোল করছিলেন। সব এলাকায় জনপ্রতিনিধিরা যদি এভাবে তৎপর হতেন তবে হয়তো আরও স্বস্তি পেতেন তৃণমূল সুপ্রিমো এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজপুরের এই শিক্ষা যদি রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তবে জনসমাবেশ কিংবা রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও বিড়ম্বনায় পড়বেন না সাধারণ মানুষ। অসুস্থ রোগীকে যেমন আটকাতে হবে না তেমনই স্কুল পড়ুয়াদেরও সুবিধা হবে।

সেতু ভেঙে বিচ্ছিন্ন দুই দ্বীপের বাসিন্দা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মেরামতি কাজ চলার মধ্যে ভেঙে পড়ল পাথরপ্রতিমার নাকচরা নদীর খাঁড়িতে পূর্বদ্বারিকাপুর–কুয়েমুড়ি সংযোগকারী মিলন সেতু। শনিবার রাতে ভেঙে পড়ে কাঠের তৈরি প্রায় ৩০০ ফুট দৈর্ঘ্যের সেতুটি। সেতুটি ভেঙে যাওয়ার ফলে দুই লক্ষ্মণ–জনার্দনপুর ও হেরম্ব গোপালপুরের মধ্যে মানুষের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মূল ভূখন্ডের সঙ্গে যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপের বাসিন্দাদের। ২০১৩–১৪ আর্থিক বর্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের পক্ষে ২৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল এই সেতু মেরামতির জন্য। সেই মেরামতির কাজ সম্পূর্ণ না করে ঠিকাদার চলেও যায় বলে অভিযোগ পাথরপ্রতিমা পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা সত্য দাসের। তিনি এদিন বলেন, ‘এই সেতু মেরামতিতে আর্থিক তছরুপ হয়েছে। আমরা এই অভিযোগ তুলেছিলাম। এখন সেতুটির মাঝখান থেকে ভেঙে পুরোটা খাঁড়ির জলে তলিয়ে গিয়েছে। মূল ভূখন্ডের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে দুই পঞ্চায়েতের পঁচিশ হাজার বাসিন্দার। দ্রুত মেরামতির জন্য আবেদন জানিয়েছি।’ পাথরপ্রতিমা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ রজনী বেরা বলেন, ‘ওই সেতু তৈরিতে গলদ ছিল। দ্রুত মেরামতির ব্যবস্থা হবে। ভবিষ্যতের জন্য সাংসদ তহবিলের কোটায় পাকা সেতুর পরিকল্পনা আছে।’

সন্দেশখালিতে সিপিএম বিধায়ক আক্রান্ত, ডেপুটেশন থানায়

অরিন্দম রায়চৌধুরী, বসিরহাট : সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগনার সন্দেশখালিতে সিপিএমের এক প্রতিবাদী সভায় হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সিপিএমের পক্ষ থেকে অভিযোগে জানানো হয়েছে, সভা চলাকালীন দুষ্কৃতীরা গুলি, বোমা নিয়ে হামলা চালায়। এই হামলায় সন্দেশখালির বিধায়ক নিরাপদ সর্দার সহ একাধিক সিপিএম সদস্য আক্রান্ত ও আহত হন। সিপিএম তথা বামফ্রন্টের এই অভিযোগ অস্বীকার করে শাসকদলের পাল্টা অভিযোগ, প্রতিবাদী সভার নামে সিপিএমের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে কটুক্তি করা হচ্ছিল। তাই প্রতিবাদ করা হয়েছে। বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে বলা হয়, এদিনের সভায় পুলিশের সামনেই শাসক দল আশ্রিত দুস্কৃতীরা গুলি, বোমা নিয়ে হামলা চালালেও পুলিশ ছিল নীরব দর্শক। বিধায়ক বলেন, ‘দীর্ঘদিন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ যারা নদীর ধারে, খালের ধারে বসবাস করে আসছে, তৃণমূল নেতৃত্বের পক্ষ থেকে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। সরকারি বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। এমনকি আবাসন প্রকল্পগুলি থেকেও তারা বঞ্চিত।’ এর প্রতিবাদে কিছুদিন আগে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা মিছিল ও পথসভা করেছিল। এরপর তাদের বেশ কয়েকজনকে হুমকি দেওয়া ও প্রাণনাশের ভয় দেখানো হয়। এবিষয়ে সন্দেশখালি থানায় অভিযোগ জানানো হলেও কোনও সুফল হয়নি বলে স্থানীয় আদিবাসী নেত্রী কাকলি সর্দার জানান। তিনি বিধায়কের বাড়িতে গিয়ে গোটা ঘটনা তাঁকে জানালে, ১৫ জুলাই সকাল দশটা নাগাদ বিধায়ক এক প্রতিবাদী সভার আয়োজন করেন। এদিন সন্দেশখালির খুলনা বাজারের কাছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে এই পথসভার আয়োজন করা হয়। সভার শেষ বক্তা ছিলেন বিধায়ক নিরাপদ সর্দার স্বয়ং। তার বক্তব্য চলাকালীন আচমকা আক্রমণ করে শাসকদল আশ্রিত এই দুষ্কৃতীরা। দু’রাউন্ড গুলি চালানো হয়, বোমাও ফাটানো হয় বলে সংশ্লিষ্ট বাম নেতৃত্বের অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ভয়ে কিছু লোক পালিয়ে গেলেও পাল্টা আক্রমণও করা হয় প্রতিবাদী সভার পক্ষ থেকে। উভয় দলের কয়েকজননের অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল। বামফ্রন্টের অভিযোগ, আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের না করে, পুলিশ আক্রান্ত বিধায়ক ও বাম সমর্থকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। এর প্রতিবাদে ১৬ জুলাই বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে সন্দেশখালি থানায় গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। এ ঘটনা প্রসঙ্গে বসিরহাটের সাংসদ ইদ্রিশ আলি বলেন, ‘আগামী নির্বাচনে বামফ্রন্টের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে বলে পরিকল্পিতভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে বদনাম রটাচ্ছে বামফ্রন্ট।’ উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা সিপিএম নেতৃত্ব নেপালদেব ভট্টাচার্য বলেন, ‘এই ধরণের সন্ত্রাস করে শাসকদল টিকে থাকতে চাইছে। সমস্ত আসন বিরোধীশূন্য করে একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে চায়। ওদের নেত্রী কোনও নীতি আদর্শের ধার ধারেন না। মেরে–ধরে যেভাবেই হোক, ক্ষমতা দখলে রাখাই শাসকদলের লক্ষ্য।’

স্পিড ব্রেকার

আক্রা স্টেশনের সামনের রাস্তায় খানা–খন্দে ভরপুর। নিত্যযাত্রীরা এবং গাড়ি যাতায়াতের অসুবিধা তাদের নিত্য সঙ্গী। সারা রাস্তাই হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ স্পিড ব্রেকার। অনেকটা হিন্দি সিনেমার ভিলেনের গোছে আবির্ভূত এই অঞ্চলবাসীর অবস্থা স্বাভাবিক ভাবেই ত্রাহি ত্রাহি।

ছবি : অরুণ লোধ

মহানগরে

শারদোৎসবের আগেই গার্ডেনরিচে জলোৎপাদন বাড়বে

বরুণ মণ্ডল

১৯৭৩–২০১১ দীর্ঘ ৩৮ বছরে যার উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ৩৭ মিলিয়ন গ্যালন, ২০১১ জুন–২০১৫ জুলাই মাত্র ৪ বছরে তার দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫৫ মিলিয়ন গ্যালনে। দীর্ঘ এক বছরের কাতর প্রার্থনার পর ‘কলকাতা মেট্রোপলিটন ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন অথরিটি’ (কেএমডব্লুএসএ) সংস্থাটি পরিচালনা, পরিকাঠামো ও উৎপাদন বৃদ্ধির দায়–দায়িত্ব আসে ‘কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে’র (কেএমসি) হাতে। আর কোনও জাদুবলে নয়, কেবল ইচ্ছাশক্তি আর কাজ করার এক উদার মানসিকতা। এই দু’য়ের ওপর ভর করেই আজকের ‘গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্প’ আগামী দিনে উৎপাদনের বিচারে ‘পলতার জলপ্রকল্পে’র সমকক্ষ উঠতে চলেছে। গত ১৭ জুলাই গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্পে নয়া জলপ্রকল্প ‘জলসাথী’ নামক এক প্রকল্পের সূচনা ঘটান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন এই জলপ্রকল্পে সাম্প্রতিক পুরনির্বাচনের ঠিক আগেই দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষের নিকট প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্পূর্ণ নতুন দৈনিক ৫০ মিলিয়ন গ্যালনের মধ্যে দৈনিক ২০ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন জল পরিশোধনাগার প্রকল্পের ‘জলসাথী’ উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যে সরকার বা যারা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করে তারাই মা–মাটি–মানুষের সরকার। এটা ছাড়াও আজকে আরও প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলাম আগামী দু’থেকে আড়াই বছরের মধ্যে আজকের এই অনুষ্ঠান স্থলের ১১বিঘা জমিটি ‘কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি’ (কেএমডিএ) থেকে কলকাতা পুরসভার হাতে এসেছে, জলসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে এখানেও একটি দৈনিক ২৫ মিলিয়ন গ্যালন জলপ্রকল্প তৈরি হবে দক্ষিণ কলকাতা, মহেশতলা, বজবজ ও পূজালি পৌরবাসী মা–মাটি–মানুষের জন্য। যাতে আগামী ২৫–৫০ বছর এই অঞ্চলের মানুষরা কোনও পরিস্রুত পানীয় জল সমস্যায় না পড়ে। এভাবনাও আমাদের ভাবিত করে। মুখমন্ত্রী বলেন, দেশের বড় শহরেই জলকর বসানোর পরও জল কিনতে হয়। এ রাজ্যই একমাত্র তার ব্যতিক্রম।

এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় জানান, কেএমসি রেভিনিউ ফান্ড ও গভর্নমেন্ট গ্রান্ট এ দু’য়ের ২১০ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দৈনিক ৫০ মিলিয়ন গ্যালন নয়া জল উৎপাদন প্রকল্প তৈরি হচ্ছে গার্ডেনরিচ প্রকল্পের মধ্যেই। এই পরিস্রুত জল পাবে গার্ডেনরিচের ন’টি ওয়ার্ড, বেহালার ১৮টি ওয়ার্ড ও জোকা, বিস্তীর্ণ দক্ষিণ কলকাতার মানুষজন। ফলে এই সমস্ত এলাকায় সারফেস ওয়াটারের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে। আর এরই সঙ্গে ধাপে ধাপে গ্রাউন্ড ওয়াটারের উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হবে। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মহানাগরিক প্রতিশ্রুতি রাখেন নতুন এই ৫০ মিলিয়ন গ্যালন ‘জলসাথী’ প্রকল্পের বাকি ৩০ মিলিয়ন গ্যালন জল আগামী দুর্গোৎসবের আগেই চালু হয়ে যাবে। মহানাগরিক এদিন প্রতিশ্রুতি রাখেন তবে এ জল একাই কলকাতা পুরসভা নেবে না। মহেশতলা, বজবজ ও পূজালি পুরসভা এই চার নিকট আত্মীয়ের ভায়েরা মিলে সমান ভাগে ভাগ করে নেবে। মহানাগরিক আরও জানান, এই নয়া জলসাথী প্রকল্পে আপাতত ছ’টি পাম্প মোটর সেট থাকছে। গড়া হচ্ছে দৈনিক ১১০ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন ইনটেক জেটি ও ‘র’ ওয়াটার পাম্পিং স্টেশন (ফেজ – ২) এবং ৭২ ইঞ্চি ব্যাসের ‘র’ ওয়াটার ট্রান্সমিশন মেইন লাইন, ক্লিয়ার ওয়াটার পাম্পিং স্টেশন এবং ৮.৫ মিলিয়ন গ্যালন জলধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ভূগর্ভস্থ জলাধার।

পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী প্রাক্তন বরো চেয়ারম্যান ফিরহাদ হাকিম এদিন জানান, মানুষের জীবনের কোনও ‘কর’ হয়না, তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যের তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্যের ১২৭টি পুরসভার সমস্ত পুরসভা থেকে সমস্ত রকমের জল কর তুলে দেওয়া হয়। তিনি আরও জানান, এই সরকারের দূরদৃষ্টি আছে। পরের প্রজন্মের জন্য এই সরকার এমন কাজ করে যেতে চায় যেন সাধারণ মানুষ সে কাজের ফলে উপকৃত হয়। আসলে মমতার ভিশন আছে বলেই, মমতার মিশনগুলি সাকসেসফুল হয়।

পিএইচই ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রাক্তন মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায় জানান রাজ্যের প্রতিটি মানুষ দৈনিক ৭০ লিটার পরিস্রুত পানীয় জল যাতে পায় সেই লক্ষ্য পূরণই এই সরকারের ভিশন। সুব্রতবাবু জানান দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোদাখালিতে ব্যাকটেরিয়া মুক্ত, ফ্লুওরাইট মুক্ত ও আর্সেনিক মুক্ত ১৪০০ কোটি গ্যালন জল প্রকল্প তৈরির কাজ চলছে।

এদিন গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্প যে পুর এলাকায় অবস্থিত সেই মহেশতলা পুরসভার পুরপ্রধান দুলাল দাস জানান, সর্বমোট ৩৫টি ওয়ার্ড বিশিষ্ট মহেশতলা পুর এলাকার কোথাও কোথাও পরিস্রুত পানীয় জলের যথেষ্ট সমস্যা রয়েছে। প্রসঙ্গত এই জলপ্রকল্পটি মহেশতলা পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত।

প্রসঙ্গত, পুরসূত্রে খবর, এই ‘জলসাথী’ প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ২০১৩–র ফেব্রুয়ারিতে। তখন এর আনুষ্ঠানিক ব্যয় ধরা হয় ১৮৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা এবং তখন প্রকল্পটি শেষ হবার পরিকল্পনায় ছিল ২০১৫–র ফেব্রুয়ারিতে। কিন্তু বর্তমানে পূর্বের নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ না হওয়ায় আনুমানিক ব্যয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১০ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকায়। প্রসঙ্গত, ১৯৭৩ সালে কেএমডিএ’র জমিতে দৈনিক ১২০ মিলিয়ন গ্যালন জলোৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্প তৈরি হয়। কিন্তু ২০১০ পর্যন্ত এর উৎপাদন ক্ষমতা ছিল দৈনিক মাত্র ৩৭ মিলিয়ন গ্যালন। পরে জলপ্রকল্পটি কলকাতা পুরসভার হাতে আসার পর প্রথমে এর যে স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ১২০ মিলিয়ন গ্যালন সেটা ফিরিয়ে আনা হয়। গত ৩০ জানুয়ারি উৎপাদন আরও ১৫ মিলিয়ন গ্যালন বাড়িয়ে বর্তমান উৎপাদন দৈনিক ১৩৫ মিলিয়ন গ্যালন। আর গত ১৭ জুলাই ১৩৫–এর সঙ্গে আরও ২০ মিলিয়ন বাড়িয়ে বর্তমানে গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্পের দৈনিক জলোৎপাদন ক্ষমতা ১৫৫ মিলিয়ন। আগামী দুর্গোৎসবের পূর্বে সেটা দাঁড়াবে দৈনিক ১৮৫ মিলিয়ন গ্যালনে। প্রসঙ্গত, প্রকল্পটি নির্মাণ করছে ‘লারসেন অ্যান্ড ট্যুব্রো লিমিটেড’ (এল অ্যান্ড টি)। গার্ডেনরিচের এই উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্পের উল্টোদিকের জমিতে স্থানীয় দর্জি ও তাঁতিদের জন্য ‘গারমেন্টস হাব’ তৈরির ডিপিআর রেডি। এই প্রকল্পে প্রায় ৩৫ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ২৫ জুলাই – ৩১ জুলাই, ২০১৫

সাংসদ–মন্ত্রীদের ভর্তুকির বিলাসিতায় লাগাম টানা হোক

ভর্তুকির হাস্যকর রাজনীতির শিকার হতে হচ্ছে দেশের আম জনতাকে। সম্প্রতি দেশের প্রধানমন্ত্রী ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন যে দেশের সচ্ছল নাগরিক যদি তাদের গ্যাসের প্রাপ্য ভর্তুকি টাকা না নেয় তাহলে বহু গরিব মানুষ রান্নার জন্য গ্যাস ব্যবহারের সুবিধা পাবেন। শুনতে ভালো হলেও রাজনীতির অগভীর ভাবনা এতে প্রকাশ্যে চলে এসেছে।

প্রায় প্রতিদিন, বিভিন্ন গণমাধ্যমে কোটি কোট টাকা নয় ছয় করে প্রধানমন্ত্রীর বাণী আমরা শুনতে পাচ্ছি 'গিভ ইট আপ' ভর্তুকির কথা। অন্যদিকে বিভিন্ন সাংসদ, মন্ত্রী, বিধায়করা সাধারণ মানুষের কষ্টের পয়সায় রাজকীয় বিদেশ সফল করছেন। প্রাচীনকালের রাজা–সম্রাটদের মত বৈভব আর রাজকীয় আচার বিলাস করছেন ভারতের মতো গরিব দেশের নাগরিকদের অর্থে। শুধু তাই নয় সাম্প্রতিক নানা সমীক্ষায় জনপ্রতিনিধিদের লাগাম ছাড়া ভর্তুকির দাপটে দেশের বহু উন্নয়নমূলক কাজকর্ম শিকেয় উঠেছে। যে অর্থে দেশের বহু মানুষের কল্যাণ হয় সেই অর্থে জনপ্রতিনিধিরা নিজের নিজের এবং দলের প্রচার প্রতিপত্তি বাড়াতে এবং বিলাস আরামে ব্যস্ত রয়েছেন।

সংসদভবনের ক্যান্টিনে সাংসদরা বিপুল পরিমার ভর্তুকি পেয়ে থাকেন যা সাধারণ মানুষের কাছে স্বপ্ন। প্রথম শ্রেণির রেল ভ্রমণ থেকে শুরু করে বহুবার বিমান সফর, গাড়ি, টেলিফোন ইত্যাদির জন্য এক একজন জন প্রতিনিধি লক্ষ লক্ষ টাকা পেয়ে থাকেন, জনসেবার ঠিকাদারি নিয়ে জনকল্যাণে কতটুকু ব্যয় হয় তা দেশবাসী হাড়ে হাড়ে জানেন। সম্প্রতি একটি আইন মোতাবেক জানানো হয়েছে কোনও উন্নয়নমূলক কার্যসূচির বিজ্ঞাপনে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যপাল ছাড়া অন্য কোন মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীদের ছবি ছাপা যাবে না। একটি সহজে প্রচারের রাস্তা আটকালেও আদালত আরও একটু কঠোর হলে ভাল হতো। প্রধানমন্ত্রীও কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য। স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়, দল ও প্রশাসনকে এক করে দেওয়ার। যদিও বিজ্ঞাপনে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নাম ও মন্ত্রীদের নাম ছাপায় মহামান্য আদালত কোনও আপত্তি তোলেন নি। আদালতের নির্দেশেই জনপ্রতিনিধিদের চূড়ান্ত বিলাসিতা বর্জনের ব্যাখ্যা করা হোক। সবচেয়ে বড়লোক মানুষেরা গরিব ভোটারদের অর্থে ভর্তুকির সুবিধা নেবে দিনের পর দিন তা দেশের পক্ষে লজ্জার।

অমৃত কথা

সংসারে থেকে সাধনা করাকে পরমহংসদেব কেল্লার ভেতর থেকে লড়াই করার সঙ্গে তুলনা করতেন। কেল্লার ভেতর থেকে লড়াই করলে যেমন রসদ পাওয়া যায় ও শীঘ্র বলক্ষয় হয় না, সংসারে থেকে সাধনা করলে সেই রকম অনেক সুবিধা হয়।

জুতো পায়ে থাকলে কাঁটার ওপর দিয়ে অনায়াসে চলেযাওয়া যায়। ঈশ্বরে জ্ঞান লাভ করে সংসারে থাকলে কোনও ক্ষতি হয় না।

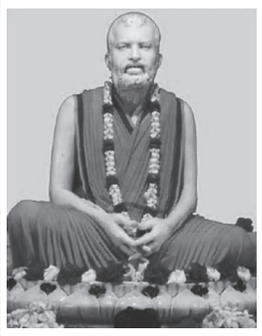

সংসারি লোকেরা সব ছেড়ে ছুড়ে ভগবানের কাছে যায় না কেন? সং সেজে আসরে নেমেই কি সাজ ত্যাগ করতে পারে? খানিকক্ষণ খেলা করুক, তারপর আপনি সাজ ছেড়ে ফেলবে এখন।

জীব যখন বলে, হে ঈশ্বর, আমি কর্তা নই–তুমিই কর্তা, আমি যন্ত্র–তুমি যন্ত্রী, তখনই জীবের সংসার যন্ত্রণা শেষ হয়, জীবের মুক্তি হয়। তখন এই কর্মক্ষেত্রে আর আসতে হয় না।

গুরু বাক্যে বিশ্বাস করতে পারলে আর বেশি খাটতে হয় না। যার বিশ্বাস নেই তার ঘুরে মরাই সার। যিনি মনের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করেজ্ঞান চক্ষু খুলে দেন–তিনিই গুরু।

গুরুতে ঈশ্বর–জ্ঞান থাকলে সহজে ইষ্ট দর্শন হয়। সাধকের ইষ্ট দর্শন হওয়ার আগে প্রথমে গুরু দর্শন হয়। শিষ্য তখন কাতর হয়ে জিজ্ঞেস করে, প্রভু আমার ধ্যেয় বস্তু কই? গুরু তখন বলেন, ওই –ওই। শিষ্য তখন ইষ্ট মূর্তি দেখতে পায় এবং গুরু ক্রমশ ইষ্টরূপে মিলিয়ে যান। শিষ্য তখন গুরু ও ইষ্টে একাকার দেখে পরমানন্দ লাভ করে।

প্রত্যেক ব্যক্তির গুরুকরণ হওয়া উচিত? গুরুকরণ না হলে দেহ মন শুদ্ধ হয় না, কাজেই ঈশ্বর লাভ করারও সম্ভাবনা থাকে না।

কুস্থানে যদি রত্ন পড়ে থাকে, যত্ন করে সে রত্ন তুলে নেবে। গুরু কি করেন, শিষ্যের তা দেখবার দরকার নেই, তিনি যা বলে দেন, তাই প্রাণপণ যত্নে পালন করতে হয়।

ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁটিয়ে জায়গা সাফ করে নাও, তারপর ঝাঁটা না হয় তফাতে রাখো। ঝিনুক থেকে মুক্ত বার করে নিয়ে ঝিনুক না হয় ফেলে দাও। গুরুর উপদেশ নিয়ে তাইতে ডুবে যাও।

'গুরু' কে? এ বিষয়টি শিষ্যের সর্বাগ্রে জানা উচিত। গুরুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞান করা, তাঁরকথায় দৃঢ় বিশ্বাস করা এবং তাঁর দর্শনেই শক্তিলাভ করা শিষ্যের কর্তব্য।

ফেসবুক বার্তা

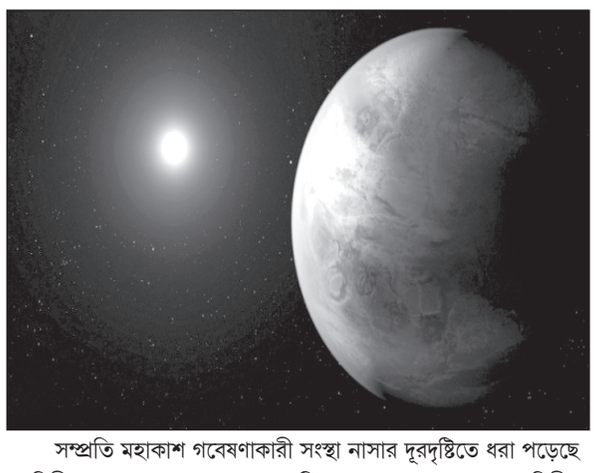

সম্প্রতি মহাকাশ গবেষণাকারী সংস্থা নাসার দূরদৃষ্টিতে ধরা পড়েছে পৃথিবীর সমান মাপের আরও একটি গ্রহ। বলা যেতে পারে পৃথিবীর যমজ ভাই হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে মহাকাশের এই নয়া অতিথিটি। তবে পৃথিবীর মতো এখানে প্রাণ আছে কী না তার এখনও সন্ধান মেলেনি। জারি রয়েছে অনুসন্ধান।

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু

আমি সাত্তোরের নির্যাতিতা নারী

পর্ব ২

নির্মল গোস্বামী

মাননীয়া দিদি, আপনি বীরভূমে দাঁড়িয়ে আমার কৃত অপরাধ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে কেউ একটা রাজনৈতিক দল করলেই যা খুশি তাই করতে পারে না। আপনার এই কথার প্রতিবাদে জানাই যে আমার উপর পুলিশি অত্যাচারের পূর্ব পর্যন্ত আমার কোনও রাজনৈতিক পরিচয় ছিল না। আমি কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্যও বর্তমানে নয়। আমার অহেতুক দুর্দশার জন্য বিভিন্ন দল ও সংগঠন আমার হয়ে আপনার প্রশাসনের বিরোধিতা করেছে বা করছে। এবং এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে বিজেপি। অবশ্য আমার আত্মীয়দের কেউ কেউ উক্ত দলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। তাই আপনি আমাকেও বিজেপি দলে লোক ভেবেই ওই কথা বলেছেন। যাই হোক আমি রাজনীতি করি বা না করি সে বিচার্য বিষয় নয়। এখানে বিষয়টা হল যে বর্তমানে যারা রাজনীতি করে তারাই যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। বিশেষ করে ক্ষমতাশালীদের দলের লোকেরা। আমার উপর অত্যাচারের সময় পুলিশের সঙ্গে আপনার দলের লোকও ছিল। তারা রাজনীতি করে বলেই তো থানা পুলিশের সঙ্গে এতো ভাব যে মহিলার উপর অত্যাচারের সময়ও পুলিশ তাদের সঙ্গে নেয়। রাজনীতি করে বলেই তো ধৃষ্টতা তাদের। আজকে সারা রাজ্যের দিকে তাকালেই আপনার কথার অসত্যতার প্রমাণ আপনি নিজেই পাবেন। এই তো আপনার দলের ছাত্র নেতারা কলেজে কলেজে অধ্যাপকদের ধরে ধরে পেটাচ্ছে আর আপনি বলছেন বাচ্ছা ছেলেদের কাজ। পুলিশ প্রশাসনও চুপ। এই যে অধ্যাপকদের মারছে তারা নিশ্চয়ই অরাজনৈতিক পরিচয়ের কেউ নয়। রাজনীতি করে বলেই তো তাদের এতো সাহস তারা যা ইচ্ছা তাই করে পার পেয়ে যায়। রাজনীতি করে বলেই তো অন্য ছাত্র

সংগঠনের ছাত্রদের নমিনেশনের ফর্ম তুলতে গেলেই সরকারি দলের ছাত্ররা ধরে ধরে পেটাচ্ছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শিক্ষাঙ্গন রক্তাক্ত হচ্ছে বারবার। এই যে অন্য দলের ছাত্রদের পেটানোর সাহস পাচ্ছে কোথা থেকে? রাজনীতি করে বলেই তারা জানে আমাদের কিছু হবে না— ''মাথার উপর দিদি সত্য তাহার উপর কেউ নাই''। রাজনীতি করে বলেই তো অনুব্রত মণ্ডল বলতে পারে বিরোধীদের ঘর জ্বালিয়ে দাও, পুলিশকে বোম মারো। রাজনীতি করে বলেই তো আপনার দামাল ভাইদের মার আটকাতে থানার মধ্যে পুলিশকে টেবিলের তলায় ঢুকে ফাইলে মাথা ঢেকে আত্মরক্ষা করতে হয়।

আবার খোদ কলকাতার বুকে। আপনার বাড়ি থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে। ভাবুন তো সাধারণ কোন দশ বারোজন যুবকের কি এত সাহস হবে থানায় ঢুকে পুলিশকে মারার! তারপর তারা কেউ অক্ষত অবস্থায় বাইরে ঘুরে বেড়াতে পারবে। এমনি কথায় আছে পুলিশ ছুঁলে আঠারো ঘা। এই দুঃসাহস তারাই দেখাতে পারে যাদের রাজনীতির ছাতা মাথার উপর আছে। দেখুন রাস্তায় চলতেগেলে রাস্তার আইন মেনে চলতে হয়। ট্রাফিক নিয়ম মেনে গাড়ি চালাতে হয়। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ পথচারী মানুষ বিনা বাক্যে তা মেনে চলে। কারণ তারা জানে ওই নিয়ম কানুন পথচারীদের স্বার্থেই নির্মিত। কিন্তু যারা রাজনীতি করেন মন্ত্রী থেকে এমপি, আপনার ভাইপো, কিংবা মেয়রের ভাইঝি তারা ভাবে আমরা ওই আইন মানব না। তাদের আটকালে ট্রাফিক কর্তব্যরত ব্যক্তিকে চড় খেতে হয়। এরা সকলেই আপনার রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত বলেই তো তারা রাস্তার আসন যেমন খুশি ভাঙতে বা অবমাননা করতে সাহস পায়। পুলিশের গালে প্রকাশ্যে চড় মারলেও কেস হয় না। অবশেষে কেস হলেও পুলিশ তাকে হেপাজতে চায় না বা জামিনের বিরোধিতা করে না। রাজনীতি করলেই তো যা ইচ্ছা তাই করা যায় তাই করা যায়। সেই জন্যই হসপিটালের কোয়ার্টারে হাজার পিস বোমা মজুত করা যায়।

ধরা পড়লেও কারো নামে কোনও কেস হয়না। রাজনীতির সঙ্গে যোগসাজসে বাজি তৈরির কারখানায় বিস্ফোরক মজুত করা যায়– বিস্ফোরণে নাবালক গরিব শ্রমিকের কত প্রাণ যায় তার হিসাব নেবার কেউ থাকে না। অপনার দলের লোকেরা তো পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে বোমা বন্দুক হাতে গ্রাম দখল করে। ফলে বাধা দেবার কেউ নেই। দলে থাকলে অর্থেরও অভাব হয় না। তোলা চাওয়া যায় কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাছ থেকেও। দলের অপরাধীদের পুলিশ দেখতে পায়না। খাতায় কলমে যে ফেরার তার সঙ্গে বসেই পুলিশ চা খায়। আপনার দলের এমএলএ ভোটে রিগিং করে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করেও ঘুরে বেড়ায়। এ সবই তো রাজনৈতিক ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। তাহলে বললেন কেন যে রাজনীতি করলে যা ইচ্ছা তা করা যায় না। আমি রাস্তা অবরোধ করেছি সেটা আমার অপরাধ! এরকম অপরাধ প্রতিনিয়ত কোথায় না কোথাও ঘটে চলেছে। সকলেই কি গ্রেফতার হয়? সকলকেই কি জেল খাটতে হয়?

শুধু ক্ষমতাসীন রাজনীতি নয়, বিরোধী দলে থাকলেও কত কি করা যায় তার উদাহরণ তো বাইরে থেকে নিতে হবে না। থানার ওসিকে চড় মারা যায়— গালে আলকাতরা মাখিয়ে দেওয়া যায়। ছত্রধর মাহাতোর বাইকে বসে ঘোরা যায় তার আন্দোলনের সমর্থনে। আবার সেই ছত্রধরের জেল হয়। আর যে তার বাইকে ঘুরল সে মুখ্যমন্ত্রী হয়। জঙ্গলমহল থেকে সেনা প্রত্যাহারের জন্য গলা ফাটানো যায় আবার ক্ষমতার মসনদে বসেই আরো বেশি করে সেনা মোতায়েন করতে হয়। সিঙ্গুরে যেতে বাধা দেবার জন্য বিধানসভা ভাঙচুর করা যায়। তাদের কারো কিসসুটি হয় না। যারা ভাঙল তারা মন্ত্রী–স্পিকার হয়। ফলে বুঝতেই পারছেন আমাদের দেশের রাজনীতিকরা কত কিছু করতে পারে—তাদের কিন্তু শাস্তি হয় না। সারকারি কোষাগারের হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেও নেতারা দিব্যি ঘুরে বেড়ায়। রাজনৈতিক দলের তহবিলে টাকা কারা দেয় সেই সাধারণ সত্যটুকুও জনগণকে বুঝতে দেয় না। দশটা ভুয়ো কোম্পানির নামে অ্যাকাউন্ট খুলে চোখে ধুলো দেওয়া যায়। এ সত্য তো সকলেরই জানা। সব দলই দোষী। ফলে রাজনীতির মতো ইচ্ছে পূরণের এতো বড় যাদুকাঠি আর কি আছে?

রাজনীতির দৌলতে অপরাধী সাব্যস্ত আসামী জেল না থেকে দিব্যি হাসপাতালের এয়ার কন্ডিশন কেবিনে মাসের পর মাস কাটিয়ে দিচ্ছেন। জেল খাটলেও মন্ত্রী মন্ত্রীই থেকে যায়—এটা কি রাজনৈতিক শক্তির অদৃশ্য খেলা নয়। আর রাষ্ট্রের অপরাধীকে গোপনে সাহায্য করে আমাদেরই দেশে বিদেশ মন্ত্রী। কই তার তো কিছু হয় না। ফলে বুঝতে নিশ্চয়ই অসুবিধা হচ্ছে না যে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে থাকলে তারা অনেক কিছুই পারে। এর উদাহরণ দিয়ে শেষ করা যাবে না। তালিকা দীর্ঘ করে বিরক্ত বাড়াতে চাই না। শুধু বলতে চাই অহেতুক আমার মতো নগণ্যার দোষ খুঁজতে গিয়ে আপনি শুধু কেন অসত্য ভাষণ করছেন? আগামী সপ্তাহে 'আইন আইনের পথে চলার'' এই নিয়ে কিছু বলার ইচ্ছা রইল।

রাজনীতিতে টিকে থাকতে সিপিএমের সুবিধাবাদী কৌশল

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি কলকাতা পুর নির্বাচনে যৎকিঞ্চিৎ ভোট বৃদ্ধির ইঙ্গিতে রক্তাল্পতায় ভোগা সিপিএমে কিঞ্চিৎ সক্রিয়তা প্রদর্শিত হচ্ছিল। কিন্তু বাস্তবে পার্টির ঝানু কমরেডরা যাঁদের গরিষ্ঠাংশই ভোট বিশারদ বা ভোট ভাগাভাগি বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আওতায় থাকা ভোট কোন ভেক্কিতে নিজের দিকে আনা যায় ইত্যাদি জরুরি বিষয়ে এমফিল বা পিএইচডি করে বসে আছেন। তবে বিগত ২০০৯ সাল থেকে শেষ পুর নির্বাচন পর্যন্ত এই সব ভোট গবেষকদের হাতে কোনও কাজ নেই। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কেরলেও দল চরম বিড়ম্বনায় পড়েছে। উপনির্বাচনে বিজেপি'র ভোট ১৭ শতাংশ বেড়েছে। তা সিপিএমের ৯ ও কংগ্রেসের ৭ শতাংশ দখল করেই। ২০০৮ সালে পরমাণু চুক্তি সমর্থনের ক্ষেত্রে প্রকাশ কারাতের অবিমৃশ্যকারিতায় ২০০৯ সালে যে কংগ্রেস–তৃণমূল জোটের আচমকা জন্ম হয় তার ঠেলা শুরু হয় সেই লোকসভা ভোটেই। ২০১১'র বিধানসভায় তা পরিণত হয় ধাক্কায়। আর ২০১৪–র নরেন্দ্র মোদি ঝড় তাদের ভারতীয় রাজনীতিতে প্রায় অপ্রাসঙ্গিক করে মাঠের বাইরেই করে দেয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে লোকসভায় এখন তাদের ২ জন সাংসদ আছেন। অথচ দশ বছর আগেও সবমিলে বামপন্থী জোট ৬৬ জন সাংসদ পাঠাতে পেরেছিল যা সর্বকালীন রেকর্ড। এই ক্রমিক ধ্বংসের পরিপ্রেক্ষিতেই দলের বাচাল বা কিছুটা স্নায়ুরোগাক্রান্ত রাজ্য কমিটির সদস্য ও সম্প্রতি বিধানসভা পরাজিত হতমান গৌতম দেব হঠাৎই কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়ার ভাবনা হাওয়ায় ছুঁড়ে দিয়েছেন। এই ঘোষণার কিছু পরে পরেই তিনি মুকুল রায়ের জন্যও খিড়কি খোলার প্রস্তাব বিবেচনাধীন রাখতে বলেছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ভোট বা সিপিএম দলের একমাত্র ও অভিন্ন লক্ষ্য ও নানান গবেষকের আরাধ্য বিষয় তা নিয়ে এমন ভারী ভারী কথা দলের সদর দফতরে বসে রাজ্যের বর্ষীয়ান নেতা বিমানবাবু কেন উচ্চারণ করছেন না? তবে কি গৌতমবাবু স্বয়ম্ভু হয়ে আজ একটা কাল একটা প্রস্তাব ছুঁড়ে দিচ্ছেন। ব্যাপারটা হয়ত তা নয়, গৌতমবাবুর বাচালতার সুযোগে দল হয়ত ভাবনাগুলি বাজিয়ে দেখছে। অবস্থা বা প্রতিক্রিয়া অনুকূল না হলে গৌতমবাবুর ব্যক্তিগত মত বলে বাতিল করা যেতে পারবে। যদিও সিপিএমের মতো শৃঙ্খলাবদ্ধ দলে (যার হয়ত কিছুই আর অবশিষ্ট নেই) এমন ব্যক্তিগত মর্জি অনুযায়ী ও পদাধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা ক্ষেত্রে অতীতে সাসপেন্ড হওয়াই ছিল প্রত্যাশিত প্রাপ্তি। রাজ্য রাজনীতিতে তাঁর এই চটজলদি সঙ্কেতের পার্শ্ব–প্রতিক্রিয়াও অতি দ্রুত হয়েছে। সবং–য়ের কংগ্রেস নেতা এখন আর তাঁর আসনটি নিয়ে সম্ভবত আদৌ নিশ্চিত নন। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেলেছেন কংগ্রেস–সিপিএম সমঝোতা হলে তিনি তৃণমূলে যোগ দেবেন। একজন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি যিনি উঠতে বসতে কংগ্রেস শতবর্ষের অধিক প্রাচীন দল বলে বুক বাজাতেন কেমন অবলীলায় তাঁর ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থতার ক্ষেত্রে দলীয় আদর্শকে পদাঘাত করতে পারেন। পাকা কথাই হলো না তিনি কংগ্রেস ছাড়ার আভাস দিলেন। এ যেন বিয়ে না হতেই সাধভক্ষণ।

আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শাসন হিটলারের হাজার বছরের রাইস প্রতিষ্ঠার মতো নিরঙ্কুশ করতে কোনও কিছুরই কসুর করবেন না তা প্রতিনিয়ত প্রমাণ করে চলেছেন। এই প্রতিবেদন লেখার দিন তাঁর ঠ্যাঙারে বাহিনী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তান্ডব চালিয়েছে। সেই পার্ক স্ট্রিট থেকে শুরু করে কামদুনি, খাগড়াগড় হয়ে অগণিত জায়গায় তাঁর অনুব্রত

মণ্ডল, মনিরুদ্দিন, আরাবুল, শঙ্কুদেব, সোনালী গুহ পেশাগত গুণ্ডা বা গুণ্ডানীরা গোটা বাংলায় পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে এক মহাত্রাসের সঞ্চার করেছে।

এই বাতাবরণে কমরেডরা আজ ক্ষীয়মাণ, আতঙ্কিত, নির্জীব, নইলে রাজ্য কমিটির সদস্য ভোটের এক বছর আগে প্রকাশ্যে হার স্বীকার করে বলেন, 'দল একার ক্ষমতায় তৃণমূলকে হারাতে পারবে না। এখানে প্রশ্ন আসে রাজ্যে যে ক্ষমতা বদল হয়েছে তার মূল 'নহলে পে দহলা' হলো মুসলমান ভোট। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধাল যদি পরান্নে প্রতিপালনের মতো তাদের দিকে পড়ে থাকা তলানি ৩ বা ৪ শতাংশ ছিটকে আসে। পুরভোটের ২৫/২৬ শতাংশের সঙ্গে কংগ্রেসের সংখ্যালঘু ৪ শতাংশ যোগ হলে হয়ত ৩০ শতাংশ পেরোলে লড়াই–এ থাকা ভাবনায় আসতে পারে। এদিকে তাঁর দলে ভাঙনও প্রায় সূচিত হয়ে গিয়েছে। রাজারহাটের পূর্ববর্তী পুরসভার প্রধান তাপস চট্টোপাধ্যায় সদ্য তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। এই সব সাত পাঁচ ভেবে বাঁচার তাগিদে 'বামফ্রন্টের বিকল্প একমাত্র উন্নতর বামফ্রন্টের' আস্ফালনকারী আর্তনাদের বিকল্প হিসেবেই কংগ্রেসের হাত ধরার পরিকল্পনা করছেন।

কিন্তু একটু পিছন ফিরে তাকালেই দেখা যাবে যেহেতু কংগ্রেস–তৃণমূল সমঝোতা ছিল না ২০০৪ সালে (তখনকার কংগ্রেস তুলনামূলকভাবে অনেক শক্তিশালী ছিল) ভোট ভাগাভাগির সহজ খেলায় অভ্যস্ত সিপিএমের 'কৌশল করিচু' সম্পাদক (যিনি কোনও নির্বাচন লড়েননি) লোকসভা ভোটের পূর্ণ ফলাফল প্রকাশের আগেই মাঝরাত্তিরে কংগ্রেসের প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন ঘোষণা করেছিলেন। সেই নির্বাচনে বিজেপি–র সঙ্গে কংগ্রেসের আসনের তফাত ছিল ১৪টি। এরপর তিনিই কংগ্রেসের হয়ে প্রধান দালাল হিসেবে আরও ছোটখাটো দল জোগাড়ে নেমে পড়েন।

প্রবীণদের মনে পড়বে সঞ্জীব রেড্ডি–ভিভি গিরি–র রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধির পাশে ছিল সিপিএম। দেশের বিভিন্ন উৎকর্ষের নামজাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঐতিহাসিক গবেষণা, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বা পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত এনসিইআরটি ও বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রকের পদগুলি কংগ্রেস এঁদের হাতে কৃতজ্ঞ চিত্তে বিতরণ করত। আর এঁরাও সরকারে যোগদান না করেও কোনও দায়িত্ব ছাড়া সবরকম সরকারি আধা সরকারি সুযোগ সুবিধে ভোগে নিজেদের রপ্ত করে ফেলেন। আজ এঁদেরই বড় দুর্দিন। কথাটির সত্যতা বোঝাতে সদ্য বিবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে আসা পুনা ফিল্ম ইন্সটিটিউটের পরিচালকের পদের ইতিহাসটি দেখুন— সর্বোচ্চ পদে বিগত ৪০ বছরে দু'একজন ছাড়া অধিকাংশই বামপন্থী প্রতিনিধি।

যাইহোক, কংগ্রেসের পর এক লহমায় বিক্ষুব্ধ সাংসদ মুকুল রায়ের এখনও ভূমিষ্ঠ না হওয়া দলকেও তিনি আগাম মান্যতা দিয়ে রাখলেন। সেই মুসলমান ভোট। অসুস্থ গৌতমবাবু অতীতে তাঁকে জেলে পুরতে তৎপর হলেও মুকুলের ইফতার পার্টিতে যে চার হাজার মুসলমান হাজির হয়েছিল তা তাঁর নজর এড়ায়নি। তাই এই বাড়তি কৌশল। তিনি বেশ জেনেছেন দল একা কিছু করতে পারবে না। আর মুকুলের মুসলমানি গুগলি যদি দিদি না সামলাতে পারেন তখন তার হাত ধরা সম্ভব। রাজ্যের ৩০ শতাংশ মুসলমানদের ২৪/২৫ শতাংশই মমতাময়ীর হাতে। বাকি ভোট হিসেব এখন তুচ্ছ। সহজ হিসেব হিজাব আর মুয়াজ্জিন ভাতা। সব দাওয়াই ফেল হলে গৌতমবাবুদের ঝানু ভোট গবেষকরা এই হিজাব, ফেজ টুপি বা এতাবৎ শোনা যায়নি এমন কোনও ছেনতাই, রাহাজানি বা দাঙ্গা ভাতা দেওয়া পরীক্ষামূলকভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেখতে পারেন। পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা পেতে আজীবন অভ্যস্ত মুসলমানদের যদি মতিগতি পাল্টায়।

পাঠকের কলমে

বিভাগীয় ছড়া

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

মনের খেয়াল খুশির দেয়াল
ভেদ করিয়াছে পাঠে
ইহারে পড়ছি বহুদিন ধরে
ঘরে বসে আর মাঠে
ছোটো ও বড়ো সবাকার প্রাণ
ভরায়েছে এটা মানি
মনের খেয়াল খুশির দেয়াল
ফুঁড়িয়াছে তাও জানি।

যাওয়া আসার পথে পথে চলছে চলবে

আলিপুর বার্তার ক্রমবৃদ্ধিতে নানা খবরের রসদ ভরপুর রয়েছে। তবে 'যাওয়া আসার পথে পথে' কলমটি বা নিবন্ধটি নিঃসন্দেহে অসাধারণ। সাধারণ মানুষের জীবনের পটছবি মূর্তিমান হয়ে ওঠে ডঃ দীপক কুমার বড় পণ্ডার কৌশলী লেখনিতে। তার লেখার মুন্সিয়ানা এতটাই অনবদ্য যে পড়ে মনে হয় নিজেদেরই বাস্তব জীবনের ছবি প্রতিফলিত হচ্ছে। বিশেষ করে গ্রাম্য জীবনের লড়াইয়ের ইতিবাচক বার্তা জীবনী শক্তিকে সমৃদ্ধ করে তোলে। তাছাড়া শৌচালয়ের অভাব ঘোঁচাতে মোদি সরকারের তৎপরতার রাজনৈতিক তাৎপর্য থাকলেও আলিপুর বার্তার কলমে তার সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। লেখার বাঁধুনি এতটাই মজবুত যে একবার পড়েও বারংবার পড়ার তাগিদ জন্মায়। আশা করা যায় আগামী দিনেও শ্রী পণ্ডা তার এই নিবন্ধটিকে আরও উন্নততর মানের করে তুলবেন। চারের পাতায় সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতির পাঁচালী পড়তেও বেশ লেগেছে। এমন কিছু খুটিনাটি তথ্য এখানে পেশ করা হয়েছে যা ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে ডকুমেন্ট হিসেবে ভবিষ্যতে কাজে দেবে।

পাঁচু দত্ত, মল্লিকপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

হুকিং নিয়ে বচসা, গ্রেফতার ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, জীবনতলা : বুধবার রাতে বিদ্যুতের তারে হুকিং খোলা নিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে বচসা বাঁধলে বেশ কয়েকজন পুলিশ, পঞ্চায়েত সদস্য জখম হয়। জখম হন পঞ্চায়েত সদস্য সঞ্জীব বেপারি। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার ডিস্কো বাজার এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বাঁকড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পথের দাবি ও বিদ্যাধরী পল্লী এলাকায় বেশ কিছু বাড়ি বহুদিন ধরে হুকিং করে বিদ্যুতের আলো জ্বালাচ্ছে। কিছু ব্যবসায়ীও আছে এই দলে। ফলে এলাকার ভোল্টেজ নেমে যাচ্ছে। গ্রামবাসীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে গত ২১ জুলাই বেআইনি সংযোগ খুলে দেয়। এদিন রাতে ফের হুকিং লাগাতে গেলে গ্রামবাসীদের সঙ্গে বচসা বেঁধে যায়। সেই সময় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন বাঁকড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য সঞ্জীব বেপারি। তিনি প্রতিবাদ করলে তাকে মারধর করে হুকিংকারীরা। এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ালে আসে পুলিশ বাহিনী। উত্তেজিত গ্রামবাসীর সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জখম হয় ৫ জন পুলিশকর্মী। এই ঘটনায় পুলিশ ৫ জনকে গ্রেফতার করে। বাঁকড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান বিজন মণ্ডল বলেন হুকিং চলছে বহুদিন ধরে। ব্যবসায়ীরাও এর সঙ্গে যুক্ত। জেলার পুলিশ সুপার সুনীল চৌধুরিও ঘটনার কথা স্বীকার করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান।

বজবজ কালী বাড়ির নৈরাজ্য কাটাতে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সর্বসাধারণের বজবজ চিত্রগঞ্জ শ্রীশ্রীকালী বাড়ির মা কালী 'খুকীমা' বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৯৩ সালে। সর্বসাধারণের এই কালীবাড়ি কয়েকজনের হাতের মুঠোয়। দীর্ঘ ১৫ বছর মন্দির সমিতির কোনও নির্বাচন হয়নি। কমিটির অনেকেই মৃত। অনেক সদস্য আসেন না। ফলে নৈরাজ্যে ডুবেছে কালীবাড়ি। ১২২ বছরে পদার্পণ করল এই কালীবাড়ি, অতীতে একবার সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছিল, তৎকালীন সময়ে কমিটির এক কর্মকর্তা সোনা ফেরৎ দেবেন না বলে হুঙ্কার তুলেছিলেন। সেইসময় সোনা উদ্ধার কমিটি তৈরি হয় এবং সোনা উদ্ধার করে প্রশাসনের নির্দেশে। সেই সময় থেকে ব্যাঙ্ক লকারে রাখার পাকাপাকি ব্যবস্থা করা হয়।

কালী বাড়ির জটিল পরিস্থিতি কাটাতে গত ৯ জুলাই কালীবাড়ি চত্বরে বিধায়ক অশোক দেবের উপস্থিতিতে এক সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন পুরপ্রধান ফুলু দে, উপপুরপ্রধান গৌতম দাশগুপ্ত, কাউন্সিলর অভিষেক সাউ, দীপক ঘোষ, প্রতিমা বাগ, পম্পা ঘোষ। ওই দিন একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে আছেন দিলীপ চক্রবর্তী। রমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল জানা, গোবিন্দ দাস, নারায়ণ সাউ, শ্রীকান্ত দাস। কমিটির কনভেনার হয়েছেন সৌরেন চক্রবর্তী। নির্বাচনী কমিটিও গঠন করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয় আগামী ছয় মাসের মধ্যে ভোটের মাধ্যমে কমিটি গঠন করা হবে। ১৯৮৩ সালে কালী বাড়ির সংবিধান তৈরি হয়। ১৯৯৩ সালে প্রথম নির্বাচন হয়। দ্বিতীয় নির্বাচন হয় ২০০২ সালে প্রায় ১৩ বছর হল কোনও নির্বাচন হয়নি। কমিটির সভাপতি নন্দলাল ঘোষ প্রয়াত। অনেকেই মারা গিয়েছেন, আবার অনেকে কমিটির কাজকর্মে বীতশ্রদ্ধ হয়ে কালী বাড়িতে আসেন না। জানা গিয়েছে, কালী বাড়ির নামে ছাপানো ১০টি বিল বই খোওয়া গিয়েছে। যা থেকে টাকা তোলা হয়েছে। এই সব অভিযোগ কয়েক জনের নামে উঠেছে। তবে বজবজের মানুষ আশায় আছে আগামী দিনে কমিটি গঠন হবে।

কুলপিতে 'নারী পাচার ও শিশুশ্রমে'র বিরুদ্ধে সেমিনার

সৈকত ঘোষ, ডায়মন্ড হারবার : সম্প্রতি কুলপি পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে শতাব্দী প্রাচীন 'নিশ্চিন্তপুর রাখালদাস' উচ্চবিদ্যালয়ে আয়োজিত হয় 'নারী পাচার ও শিশু শ্রমের' উপর বিশেষ সেমিনার। উপস্থিত ছিলেন কুলপির সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সেবানন্দ পন্ডা, সমাজ কল্যাণ আধিকারিক নির্ঝর মন্ডল, রাখালদাস উচ্চবিদ্যালয়ের সভাপতি সমাজসেবী নারায়ণ চন্দ্র ভৌমিক, কুলপি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নুর আমছান বিবি, সহ সভাপতি প্রদ্যুত মন্ডল এবং সিনির প্রতিনিধিরা।

উক্ত অনুষ্ঠানে স্লাইড শো ও বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে 'নারী পাচার ও আলোচনা করা হয়' উপস্থিত সিনি প্রতিনিধিরা 'নাবালিকাদের উপর যৌন হেনস্থার জন্য ভারত সরকার বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল এলাকার প্রায় চারশতাধিক ছাত্রী।

শ্রী পন্ডা বলেন, ''নারী জাতিই সমস্ত শক্তির আধার, ভারতবর্ষের সমস্ত মনিষিরাও একথা বলেছেন। নারী ও শিশুদের উপর অত্যাচার হলে 'সত্যতা কোনোদিনই এগোবেনা।'

সেচের জন্য সৌরবিদ্যুৎ

বিশেষ সংবাদদাতা : সেচ ব্যবস্থা ও পানীয় জল সরবরাহের জন্য এক লক্ষ সৌরচালিত পাম্প বসানোর একটি প্রকল্প রূপায়ণ করছে নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রক (এমএলআরই)। প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বে থাকবে নাবার্ড ও কয়েকটি রাজ্যস্তরের ভারপ্রাপ্ত সংস্থা। লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে একথা জানান বিদ্যুৎ, কয়লা এবং নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। মন্ত্রী আরও জানান, মন্ত্রকের পক্ষ থেকে রাজ্যস্তরের ভারপ্রাপ্ত সংস্থা মারফত কৃষকদের ৩০ শতাংশ মূলধনী ভর্তুকি দেওয়া হয়। রাজ্য সরকারগুলিও নিজেদের কোষাগার থেকে অতিরিক্ত ভর্তুকি দিতে পারে। সেচ ব্যবস্থার জন্য নাবার্ডের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক ঋণের সঙ্গে ৪০ শতাংশ ভর্তুকির মূল্যও দেয় মন্ত্রক।

মন্ত্রী এও উল্লেখ করেন, ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে এক লক্ষ সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্প স্থাপনের জন্য তাঁর মন্ত্রক নির্দেশিকা জারি করেছে এবং বিভিন্ন সংস্থাকে ৩৫৩.৫০ কোটি টাকা দিয়েছে। এখন পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যস্তরীয় সংস্থাকে ৬৩,৪৩৬টি পাম্প এবং নাবার্ডকে ৩০ হাজার সৌর পাম্প স্থাপনের মজুরি দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারগুলিও সৌরচালিত পাম্পের ওপর ভর্তুকি দিচ্ছে যাতে আরও বেশি সংখ্যক কৃষক এর সুবিধা গ্রহণ করে। কৃষকদের সৌর পাম্পের ওপর বিনিয়োগকে লাভজনক করতে গ্রিডে কিছুটা বেশি বিদ্যুৎ সরবরাহের বিষয়টি এমএনআরই নীতি-নির্দেশিকায় উল্লেখ করেছে।

সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে মামলার অনুমতি

বিশেষ সংবাদদাতা : ২০১০ থেকে ২০১৫-এর ২৯ জুলাই পর্যন্ত ১০০জন আইএএস, ১০ জন সিএসএস এবং সিবিআই-এর নয়জন গ্রুপ 'এ' আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। এদের মধ্যে ৬৬জন আইএএস; আটজন সিএসএস এবং ছয়জন সিবিআই আধিকারিকের বিরুদ্ধ মামলা দায়ের করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। রাজ্যসভায় এক প্রশ্নোত্তর পর্বে একথা জানান কর্মচারি, গণঅভিযোগ ও পেনশন দফতরের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী ডঃ জীতেন্দ্র সিং। তিনি আরও জানান, যে সকল আধিকারিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে সেগুলি এখন বিচারাধীন রয়েছে। তাই, কতজন আধিকারিক অভিযুক্ত, বেকসুর খালাস বা চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছেন তার কোনও তথ্য এখনই দেওয়া সম্ভব নয়। এমনিতে আমলা বা রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা করার কথা শুনলে সাধারণ মানুষ অবাক হন। কারণ রক্ষক যতই ভক্ষক হোন না কেন, তার বিরুদ্ধে অধিকাংশ সময় নীরব থাকে সমাজ।

ঝেড়ে ঝুড়ে সাফ করার চেষ্টা ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়াকে

বিদেশি পর্যটকের আগমন এবং নিরাপত্তা

এ বছর জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত ৩৮ লক্ষ ৫০হাজার বিদেশি পর্যটক ভারতে এসেছেন। গত বছর উল্লিখিত সময়ে ৭৬ লক্ষ ৮০ হাজার বিদেশি পর্যটক ভারতে ভ্রমণ করেন। ২০১৩ এবং ২০১২-তে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬৯ লক্ষ ৭০ হাজার এবং ৬৫ লক্ষ ৮০ হাজার। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী 'গণ নির্দেশ' (পাবলিক অর্ডার) এবং 'পুলিশ' রাজ্য বিষয়, অর্থাৎ বিদেশি পর্যটকের বিপক্ষে অপরাধসহ অন্যান্য অপরাধমূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধের মূল দায়িত্ব রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনের। তবে, বিদেশি পর্যটকের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা বজায় রাখার জন্য কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রক যে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছে তার মধ্যে রয়েছে :

১) 'ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া হেল্পলাইন'-এর সৃষ্টি পাইলস ভিত্তিতে।

২) নিরাপদ এবং সম্মানীয় পর্যটক রক্ষার্থে 'আচরণ বিধি' তৈরি করা হয়েছে, যাতে বিদেশি পর্যটকদের সম্মান, নিরাপত্তা বজায় থাকে এবং তাদের শোষণমূলক কার্যকলাপ থেকেও মুক্ত রাখা সম্ভব হয়।

৩) পর্যটকদের সাহায্যে মৈত্রীপূর্ণ পরিবেশ রাখার জন্য প্রত্যেক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের প্রশাসনকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং পাশাপাশি, বর্তমানে যে সব পর্যটক সেখানে রয়েছেন তাদের জন্য কি কি আশাব্যঞ্জক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে সে বিষয়ে সচেতনা সৃষ্টির কথাও বলা হয়েছে।

৪) বিদেশি পর্যটকদের ভারত ভ্রমণ হেতু কিছু অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে তা নিরসনে কিভাবে করা যাবে সে বিষয়েও পরামর্শমূলক প্রতিবেদন পোস্ট করা হয়েছে www.incredibleindia.org ওয়েবসাইটে।

৫) রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভ্রমণরত পর্যটকের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত নির্দেশাবলী রচিত হয় গত বছর আগস্ট মাসে যা রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এই নির্দেশাবলীতে 'পর্যটকদের জন্য' কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে জরুরি অবস্থায় পর্যটকের অবস্থান চিহ্নিত করা, রাজ্যের

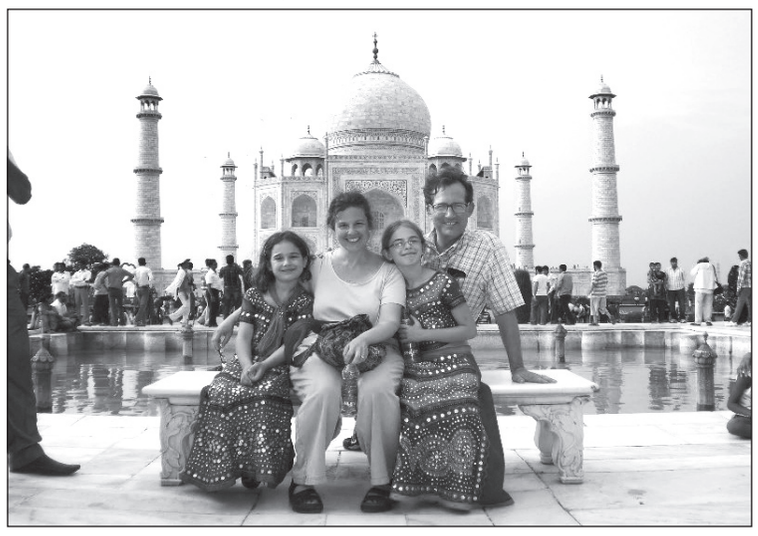

বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতি সম্পর্কে ভ্রমণতথ্য, 'অ্যাডভেঞ্চার ক্রীড়া' নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত তথ্যাদি ইত্যাদি।

গতকাল কেন্দ্রীয় পর্যটন, সংস্কৃতি (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) এবং অসামরিক বিমান প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহেশ শর্মা রাজ্যসভায় এই তথ্য জানান।

ভ্রমণস্থলের পরিচ্ছন্নতা

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনের দায়িত্ব হচ্ছে স্ব স্ব ভ্রমণ স্থানের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা। তবে, কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রক 'স্বচ্ছ ভারত অভিযানে'র অন্তর্গত কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যেমন :

ক) প্রধানমন্ত্রীর বার্তা সম্বলিত ই-পোস্টার চালু করেছে পর্যটন মন্ত্রক যাতে পর্যটক এবং দেশের জনগণের উদ্দেশ্যে পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার প্রধানমন্ত্রীর আবেদন জনসমক্ষে তুলে ধরা হচ্ছে স্বচ্ছ ভারত; স্বচ্ছ স্মারক সৃষ্টির লক্ষে।

খ) রাস্তায় খাদ্যপণ্য বিক্রয়কারীরা স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘিত না করে যাতে ভালো মানের পণ্য বিক্রি করতে পারে এবং এই পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে ভারতের পর্যটন মানচিত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠতে পারে। বিক্রেতাদের দক্ষতা পরিমাপ এবং শংসাপত্রের জন্য দেশের পথ বিক্রেতাদের জাতীয় সংগঠনের সঙ্গে কেন্দ্রের পর্যটন মন্ত্রক অংশীদারিত্বে এসেছে।

গ) কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রক প্রত্যেক রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনের কাছে জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রে শৌচাগার ব্যবস্থা রাখার কি কি প্রয়োজনীয়তা আছে সে বিষয়টি নিরুপণের ব্যবস্থা করার আর্জি জানিয়েছে। পাশাপাশি, নির্মিত অকার্যকরী শৌচালয় কত রয়েছে তার তালিকা পাঠানোর আর্জিও জানিয়েছে পর্যটন মন্ত্রক। একইসঙ্গে এই সংক্রান্ত বিশেষ প্রকল্পের কাঠামোমূলক প্রস্তাব মন্ত্রকের কাছে অনুদান পাওয়ার লক্ষে পাঠানোর আবেদনও রেখেছে পর্যটক মন্ত্রক।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রক রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে স্বদেশ দর্শন এবং প্রসাদ-এর আওতায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে ময়লা ফেলার আধার এবং বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য।

গতকাল রাজ্যসভায় প্রশ্নোত্তরপর্বে এ তথ্য জানান কেন্দ্রীয় পর্যটন প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহেশ শর্মা।

দেশের গ্রামীণ পর্যটনের বিকাশ

২০১৪-১৫ অর্থবর্ষের বাজেট ঘোষণা অনুযায়ী কিছু বিশেষ বিশেষ স্থানে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য পর্যটন মন্ত্রক 'স্বদেশ দর্শন' নামক একটি নতুন প্রকল্পের সূচনা করেছে। তার মধ্যে গ্রামীণ পর্যটন কেন্দ্রগুলির বিকাশের বিষয়টিও রয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে চারটি গ্রামীণ পর্যটন কেন্দ্রের বিকাশের জন্য ১৩১.০৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। একইভাবে ২০১৩-১৪-তে ১৭টি গ্রামীণ পর্যটন কেন্দ্রের জন্য ৯.৪৪ লক্ষ টাকা এবং ২০১২-১৩-তে ১৫টি গ্রামীণ পর্যটন কেন্দ্রের জন্য ৪৩৬.২৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়।

বর্তমানে, পর্যটন মন্ত্রক গ্রামীণ পর্যটন শিল্পের বিকাশের খাতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিকাশ প্রকল্প বা ইউএমডিপি-র কাছ থেকে কোনও সহায়তা পাচ্ছে না। মন্ত্রকের গ্রামীণ পর্যটন কর্মসূচির একটি বিশেষ অংশ হল গন্তব্যস্থল ও পর্যটন কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো বিকাশ কর্মসূচি পিআইডিডিসি)। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল গ্রামজীবন, শিল্প-সংস্কৃতি ও গ্রামীণ ঐতিহ্য যেমন তাঁতশিল্প, বস্ত্র, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রচার করা। এই প্রকল্পের আওতায় পরিকাঠামো বিকাশের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা এবং রাজ্য ও কেন্দ্রাশাসিত অঞ্চলগুলিকে তাদের চিহ্নিত করা এক একটি পর্যটন কেন্দ্রের উন্নয়নের জন্য ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। তবে, ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য পরিকল্পিত ব্যয়ের খাতে পিআইডিডিসি প্রকল্পের আওতায় ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য জানান পর্যটন মন্ত্রকের স্বাধীন ভারতপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহেশ শর্মা।

লোক প্রসার প্রকল্পে জেলায় বরাদ্দ সাড়ে পাঁচ কোটি

লোকশিল্পীদের নাম নথিভুক্তকরণ শিবির

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ২৯টি ব্লকের লোক শিল্পীদের নাম নথিভুক্তকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হল গত ২৩ জুলাই বজবজ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে। ২৯টি ব্লক থেকে প্রায় দুহাজার লোকশিল্পী এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, জেলা সভাধিপতি সামিমা শেখ, অতিরিক্ত জেলাশাসক অশোক দাস (সাধারণ) মহকুমা শাসক কৃত্তিবাস নায়েক, জেলা স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় প্রমুখ। সচিব সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, লোক প্রসার প্রকল্পে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ঐতিহ্যবাহী লোক শিল্প ও শিল্পীদের বাঁচাতে মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দুঃস্থ শিল্পীরা যাতে করে আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল হয়ে শিল্পচর্চা করতে পারেন তারজন্যই এই প্রকল্প। লোক শিল্পীদের এদিন পরিচয় পত্রও বহাল ভাতা দেওয়া হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ইতিমধ্যেই ১১১৬টি কার্ড দেওয়া হয়েছে। জেলার লোকশিল্পীরা প্রতিমাসে অনুষ্ঠানের জন্য ৪০০০ টাকা পাবেন। ৬০ বৎসরের পরে ১০০০ টাকা করে পেনশন পাবেন। জেলার বাউল, তরজা, আদিবাসী নৃত্য শিল্পীরা এদিন অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন, মা-মাটি-মানুষের সরকার লোক শিল্পীদের যথার্থ সম্মান দিচ্ছে।

মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা বলেন, এতদিন এই সমস্ত দুঃস্থ গুণী শিল্পীদের কথা কেউ ভাবেনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভেবেছেন। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা লোকপ্রসার প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে।১৫-১৬ আর্থিক বছরে এই প্রকল্পে এই জেলায় প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

তরজা শিল্পী অজয় মন্ডল বলেন, বংশ পরম্পরায় তরজা গান গাই। মিল বন্ধ হবার পর, সংসার চালানোর জন্য পাড়ায় পাড়ায় মাছ বিক্রি করি। এখন আমি লোকশিল্পীর পরিচয়পত্র পেয়েছি। অনুষ্ঠানও করছি, টাকাও পাচ্ছি। সরকারের এই উদ্যোগে আমাদের পরিবারটাও বাঁচল, আবার তরজা শিল্পও বেঁচে থাকল। ধন্যবাদ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে। এদিনের এই শিবিরকে কেন্দ্র করে লোক শিল্পীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এমনিতে লোকসঙ্গীত লুপ্তপ্রায় ডায়নসরের মতো হয়ে উঠেছে। লোক কৃষ্টি এখন আর সেভাবে সমাদর পায় না। ফলে নয়া প্রজন্মের কাছে এই উন্নতমানের কাজের কোনও নমুনা থাকছে না। এই পরিস্থিতি কাটিয়ে তুলতে সরকারের এগিয়ে আসা বিশেষ প্রয়োজন। শুধু ভাষণে নয় কাজেও তা প্রয়োগ করা খুবই জরুরি।

CORRIGENDUM

VACANCY OF DISRTRIBUTORSHIP AT NEAR THE OFFICE THE B.D.O UNDER KULTALI BLOCK, DIST-SOUTH 24 PGS.

Last date for submission of application will be read on 13.08.2015 instead of 12.08.2015 as published in the newspaper ''PRATIDIN'' on 15.07.2015 at Page -14 & ''Alipore Barta'' from 18.07.2015 to 24.07.2015 at Page - 5

Sd/-
District Controller (F&S)
South 24 Parganas

৮৪৬/ জে.ত.স.দ / ২৪ পরঃ (দঃ)/২৪.০৭.১৫

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা যোগ্য ঠিকাদারদের অবগত করা হচ্ছে যে, NIT NO. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101/kuls24pgs/2015, তাং- 21.07.2015-তে ১৪টি Dining Hall 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, তাং-23.07.2015-তে 43টি Kitchen-cum-Storeroom-এর জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছে।

উক্ত টেন্ডার মেমো নং-এর জন্য ০৪.০৮.২০১৫ তারিখ বেলা ৪.০০টা পর্যন্ত শেষ সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে বিশদ জানতে কুলতলী পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিকের করণে যোগাযোগ করুন।

নির্বাহী আধিকারিক
কুলতলী পঞ্চায়েত সমিতি
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

891/23.07.2015

নবদ্বীপে বৃষ্টিভেজা পথে সকল ভক্ত মেতে ওঠে কৃষ্ণ নামে এবং রথের দড়িতে টান।

আনন্দে মেতেছে বিদেশি নবদ্বীপে।

কলকাতায় ইস্কনের রথযাত্রায় ব্রিগেডে ভক্ত সমাগম।

সুন্দরবনে রথের রশিতে টান লক্ষাধিক ভক্তের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : শনিবার বিকাল ৩টায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ব্লকের রায়বাঘিনী মোড় থেকে ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স পার্শ্বস্থ চৌমাথা মোড় পর্যন্ত ২ কিমি পথ শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের রথের দড়ি টানলো লক্ষাধিক পূর্ণার্থী। ৭ম বর্ষ এই রথযাত্রা উৎসব আয়োজন করে ক্যানিং মহকুমা শ্রীশ্রী জগন্নাথদেব রথাযাত্রা সমিতি। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে হাজার হাজার পুণ্যার্থী ক্যানিং সদরে ভিড় জমাতে থাকে রথযাত্রা উৎসবে সামিল হওয়ার জন্য। এদিন বিকাল ৩টা ৪০ মিনিটে কলকাতার প্রাক্তন অ্যাডিশনাল কমিশনার তথা ক্যানিং বাসিন্দা বিরিঞ্চি দেবনাথ ঝাট দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে এবং মহিলারা গঙ্গা জল দিয়ে রাস্তা ধুয়ে রথযাত্রার শুভ সূচনা করেন। ২ কিমি পথ রাস্তার দু'ধারে হাজার হাজার পূর্ণার্থী শঙ্খ, ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ভক্তরা শাখ বাজিয়ে ফুল দিয়ে শ্রীশ্রী জগন্নাথকে শ্রদ্ধা জানায় এবং রথের দড়ি টানে। রায়বাঘিনী থেকে রথ আসে স্পোর্টস কমপ্লেক্স–এর পার্শ্বস্থ চৌমাথা মোড়ে। এখানে ৯দিন ধরে চলবে রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষ্যে মেলা। আবার উল্টোরথে এখান থেকে রথ যাবে রায়বাঘিনী মোড়ে। ক্যানিং মহকুমা শ্রীশ্রী জগন্নাথদেব রথযাত্রা সমিতির সদস্য কৃষ্ণপদ দেবনাথ বলেন শাস্ত্রীয় মতে যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে জগন্নাথ দেবের পুজো। এই উৎসবে শুধু সুন্দরবনবাসী নয় রাজ্যের বিভিন্ন জেলা এবং বাইরের রাজ্য থেকে ভক্তরা আসে। ক্যানিং মহকুমা নাগরিকবৃন্দ এবং পুলিশ প্রশাসন খুবই সহযোগিতা করে। আগামীদিনে আরও বড় ধরনের এই উৎসব করার জন্য আমাদের সজাগ দৃষ্টি থাকবে।

উপছে পড়া ভিড় নবকলেবরে মাহেশের রথযাত্রায়।

সাবর্ণ রায় চৌধুরী বাড়ির ২৫৭ বছরের রথযাত্রায় খুঁদেরা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলভদ্রকে রথে বিরাজ করতে। **–ছবি : অরুণ লোধ**

ব্রিগেডে মহাপ্রসাদের জন্য অপেক্ষায় ভক্তরা।

কুলদেবতার স্বপ্নাদেশে আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর পূর্বে হরিদাস পাল ঠনঠনিয়ার পাল বাড়ির রথযাত্রা উৎসব শুরু করেন। ৮০ ছুঁই ছুঁই বিদ্যুৎ পাল এখনও নিজ হাতে এই রথ সুসজ্জিত করেন। কুলদেবতা স্বয়ং মধুসূদন নারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে পরিক্রমায় বের হন। বহু দর্শনার্থী এই রথের দড়ি টান দিয়ে পূন্যার্জন করেন।

উন্নয়নের অনেক ফিরিস্তি তবু কদমখালির উন্নতি নেই

দীপককুমার বড় পণ্ডা

'হাসি কাঁদি কি কোনোরকম বেঁচে আছি। গাঁয়ের সামান্য কয়েকটা লোক কাউকে হাসাচ্ছে, কাউকে কাঁদাচ্ছে। তারাই যাকে যা দেবে মনে করে দেয়, আবার ইচ্ছা না হলে দেয় না। আমার বয়স শেষ হতে চইলল। কোনোদিন সরকারের সাহায্য পেলাম না।' পক্ষীপতিরাম মল্লিক এইভাবে তাঁর ক্ষোভ উগরে দিচ্ছিলেন কদমখালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দাওয়ায় বসে। কিছু প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার দিকে পক্ষিপতিরামের কটাক্ষ। তাঁর মতে এই নেতারাই গ্রামটার 'বারো' বাজিয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার কদমখালি গ্রামের পক্ষিপতিরাম বয়সের ভারে জীর্ণ। তাঁর কণ্ঠিটা গলায় চেপে বসেছে। বুকের পাঁজরাগুলো শরীর থেকে বেরিয়ে আসছে। পরণে ছেঁড়া গামছা। ফ্যাকাসে চোখ। শুধু পক্ষিপতিরামের চোখ নয়, এ গ্রামটাই অভাবে ফ্যাকাসে। ঘরগুলো ভাঙ্গাচোরা। যেন সব–হারানো মানুষের সংসার এখানে। অনেকের চালচুলো কিছু নেই। ফুটপাতে সংসার। বেলডাঙা–২ ব্লকের রামপাড়া–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কদমখালি সংসদে ৭০ ঘর মানুষ। নদিয়া জেলার সীমান্তবর্তী এই গ্রামে প্রায় সকলেই 'মুনিষ' খাটেন। সারাদিন মুনিষ খাটলে রোজগার হয় ষাট টাকা। দিনের হিসাব হয় সকাল পাঁচটা থেকে দুপুর বারটা পর্যন্ত। মহিলা পুরুষের মজুরির পার্থক্য দশ টাকা। পুরুষ ষাট টাকা পেলে মহিলারা পান পঞ্চাশ টাকা। এই রোজগার হয় বছরে দেড় থেকে দু' মাস।

কদমখালির সব পরিবারই দারিদ্রসীমার নিচে (বি পি এল তালিকাভুক্ত)। সকলেই তপশিলি জাতিভুক্ত। এইসব পরিবারের উন্নয়নের জন্য সরকারের অনেক ফিরিস্তি। কিন্তু কাজের কাজ কী হয়েছে? গ্রামের বেশিরভাগ লোক লেখাপড়ার সুযোগ পাননি। গ্রামে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র (এস এস কে) নেই। অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র (আই সি ডি এস) নেই। হেলথ সাব সেন্টার নেই। বিদ্যুৎ নেই। রামপাড়া–১ গ্রাম পঞ্চায়েত এর প্রধান বাহার আলি মল্লিক বলেছিলেন, 'কদমখালিতে আই সি ডি এস করার মত যথেষ্ট লোকসংখ্যা নেই'। এখানকার পঞ্চায়েত সদস্য সি পি এম এর নিশারুল শেখ বলেছিলেন, 'ওসব বাজে কথা। কংগ্রেসি প্রধান আমাদের কথাই শোনে না, তাই এখানকার উন্নতি হয় না'। অগত্যা এখানকার লোকদের ভরসা দু' কিমি দূরের সাব সেন্টার অথবা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র। গ্রামে একটা প্রাইমারি স্কুল থাকলেও হাই স্কুল তিন কিমি দূরে। নদিয়া জেলায়। সান্ত্বনা রায় মল্লিক বলেছেন, 'এই গাঁয়ের ছেলে মেয়েরা হাই স্কুলে যায় না। ওখানে যে খরচ হয় তা দিতে পারে না গাঁয়ের লোক।' কিন্তু ওটাতো সরকারি সাহায্য পাওয়া স্কুল? 'তাহলেও পরীক্ষার ফি তো লাগে।' সান্ত্বনার জবাব। বাসন্তী রায় মল্লিক খোলাখুলি কথা বলেছেন। তাঁর রাখঢাক নেই। বলেছিলেন, 'ছেলে মেয়েরা স্কুলে গেলে চলবে? রোজগারের দরকার। তাই লেখাপড়ার বদলে রোজগারে লেগে যায় ছানা পোনারা। ওদের রোজগারে কিছু সাহায্যতো হয় সংসারে।'

কাদা মেখে কয়েক জন ছেলে মাঠ থেকে বাড়ি ফিরল। একবারও আমাদের দিকে তাকাল না। যেন পৃথিবীর সমস্ত কৌতূহল ওদের শেষ। সংসারের সব বোঝা ওদের মাথায়। কয়েক জন বয়স্ক খালি গায়ে গাছ তলায় বসে আছেন। ওঁদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছি। ওঁদের একজন বললেন, 'কথা বলে কী হবে? কত লোক এল, লিখল, আমাদের কোনো উন্নতি হলনি। যেই অবস্থায় ছিলি সেইতো থাকলি।' দূরে ভ্যান রিক্সার ওপর বসে কয়েকজন তাস খেলছেন। ওখান থেকে একজন মাতব্বর ধরনের উঠে এসেছেন। বিড়ি টানতে টানতে বললেন, 'কী জানতে চান বলুন।' পাশে একটা ছোটমোট মুদিখানা। দোকানী দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে বাড়ি যাওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছিলেন। কিন্তু কৌতূহল আছে, তাই দোকান বন্ধ করে সাইকেল নিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বাড়ি যাননি। দোকানের পাশে উঁচু বাঁধটা বন্যা আটকাতে তৈরি হয়েছিল। দোকানী ওই বাঁধ দেখিয়ে বলেছেন, 'বাঁধটা আরো উঁচু করা দরকার। এই বাঁধ ভেঙে গেলে, গ্রামটা বন্যায় ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে।একবার বন্যায় সব ভেসে গেছিল।' বাঁধের উল্টো দিকে একটা ঝাঁকড়া বট গাছ। ওর তলায় বিভিন্ন বয়সী কিছু লোক। এঁরা গরু চরাচ্ছেন। সকলের হাতে লাঠি। কালো মোষগুলো মারামারি করছে। কয়েকজন লাঠি নিয়ে তাড়া করলেন মোষগুলোর পেছনে।

রোজগার নিশ্চিত করার জন্য চালু হওয়া একশ দিনের প্রকল্পে এখানকার মানুষ ছয় দিন করে কাজ পেয়েছেন। যাঁদের জব কার্ড আছে তাঁরা একশ দিনের প্রকল্পে কাজ পেয়েছেন। সবার জব কার্ড পাওয়ার যোগ্যতা থাকলেও পাননি। কারণ কদমখালি সংসদে ৪২৫ টি পরিবার। জব কার্ড আছে ৪৭৫ টি। নিয়ম হল পরিবার পিছু একটি কার্ড। তাই পরিবারের সংখ্যার থেকে জব কার্ড বেশি হওয়ার কথা নয়। বিডিও অফিসের অফিসাররা অভিযোগ করেছেন কদমখালি সংসদের অন্য গ্রামগুলিতে পরিবার পিছু একটির বদলে বেশি কার্ড আছে। তাই কম পড়েছে কদমখালি গ্রামে। এর সমাধান কী? বিডিও অফিস বলেছে, নতুন করে তদন্ত হবে। তদন্তের পর কদমখালির যাঁরা জব কার্ড পাওয়ার যোগ্য তাঁরা পাবেন। ততদিন কদমখালির লোকেদের কাজ পাবার জো নেই।

জব কার্ড না দিলেও গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সকলকে স্যানিটারি পায়খানার সরঞ্জাম দিয়েছে। কেউ কেউ বসিয়েছেন, তবে পায়খানা করার জন্য নয়। কাপড় কাচার জন্য কিংবা জ্বালানী রাখার জন্য ব্যবহার করছেন পায়খানার প্লেট। কেন পায়খানার জন্য ব্যবহার করছেন না? মেনকা রায় মল্লিক বলেছেন, 'আরাম নাই ওখানে। মেলা (অনেক) মাঠ। ওখানেই আরাম। তাই সকলে পায়খানা মাঠ–এ করে।' বলার পর ঘোমটা টেনে লাজুক হেসেছেন। মিঠু রায় মল্লিক বলেছেন, 'বাড়ির পাশে এটা বসানোর জায়গা নেই। একেবারে বাড়ির গায়ে বসিয়ে দিলে থাকবার জো থাকবেনা। খুব দুর্গন্ধ ছড়াবে।' স্থানীয় সমাজসেবী সুবল মন্ডল বলেছেন, 'এসব অজুহাত। আসলে সচেতনতা নেই, তাই বসায়নি। এই পায়খানা থেকে কোনোভাবেই দুর্গন্ধ ছড়ায় না। বরং সঠিকভাবে বসালে অসুখ বিসুখ কম হবে। শরীর ভাল থাকবে।'

নিত্যবালা দাস এর এসবে মন নেই। তাঁর এখন চিন্তা 'লাল কার্ড' (বি পি এল) হবে কী করে? এই কার্ডে সস্তায় চাল পাওয়া যাবে। অনেক দিন ধরে পাড়ার অনেককে বলেছেন। হয়নি। গাঁয়ের পঞ্চায়েত সদস্য নিশারুল শেখকেও বলেছেন। 'সে শুধু হ হ করে মাথা লেড়ে নেড়ে চলে যায়। কার্ড হয় না। আমি মরার পরে হয়তো এই কার্ড মিলবে।' নিত্যবালা ক্ষোভ করতে করতে দূরে চলে যান।

ক্ষোভ এঁদের সবার গলায়। একটা বিষয়ে এঁদের কোনো ক্ষোভ নেই। শুধু নিজেদের পারিবারিক ঐতিহ্যের বিষয়ে এঁরা বেশ উচ্ছসিত। 'আগে ঘর ছিল বাঁকুড়া জেলায়। ব্রিটিশরা এখানে এনেছিল মোদের চাষ করার জন্য। তিন পুরুষ ধরে মোরা এখানে আছি।' বলার পর হাসি হাসি মুখ করে তাকান আশি বছরের হারাধন রায় মল্লিক। দারুণ জম্পেস কিছু বলেছেন এই ভেবে। স্থানীয় গ্রামবাসীরা বলেছেন যে জমি চাষের জন্য ব্রিটিশরা এঁদের এনেছিল, সে জমির মালিকানা এখন খৈতান কোম্পানির। ওই কোম্পানি ওখানে চিনি কল করেছে। ধানের জমি কমেছে। গ্রামের লোকেদের কাজের সুযোগ কমেছে ধীরে ধীরে। ধীরে ধীরে বেড়েছে অনিশ্চয়তা। এই অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি চান বৃদ্ধা রক্ষাবালা দাসীরা। বলছিলেন, 'ভগবানকে ডাকি, আর কষ্ট দিও না। এবার যমকে পাঠাও, যেন লিয়ে যায় এসে।'

যাওয়া আসার পথে পথে

মাঙ্গলিকী

‘মোহিতমঞ্চে’ রবি বর্তিকা–র ২৫ বছরের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি পাইকপাড়ার মোহিত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল ‘রবি বর্তিকা’র ২৫ বছরের বার্ষিক অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী নৃত্যে অংশ নিয়েছিল লিচ্ছবী, প্রিয়াঙ্কি, দ্যুতিশ্রী ও বিতস্তা, সঙ্গীতে অংশ নেয় অভিনন্দা, তিয়াস, রহিশিখা, রাপূর্ণা, শালিনী, নীতিন, স্বপন। কবিতা আবৃত্তি করেন সাগ্নিক। পরিবেশিত হয় কাব্যকথা সংস্থার শ্রুতিনাটক ‘ইন্দুবাবুর কপাল’। অংশ নেয় প্রণয় কুমার মজুমদার, অতীশ ঘোষ, জবা মজুমদার, মালা সেনগুপ্ত ও দ্বীপশিখা বসু।

রবি বর্তিকার সেদিনের মূল আকর্ষণ ছিল নৃত্যনাট্য ‘তাসের দেশ’ বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নেয় লিচ্ছবী, সায়নী, তন্নিসা, ধরিত্রী, প্রিয়াঙ্কি, শ্রেয়াঞ্জানা, অভিনন্দা, তিয়াস, ইন্দ্রাক্ষী সহ অনেক নৃত্যশিল্পী। গীত ও পাঠে অংশ নেন নিতিন, সৌম্যজিৎ, স্বপন, চন্দনা, স্বপন, পার্থ, স্বন্দন, অরূপ সহ আরো অনেকে, নৃত্য পরিচালনা বিতস্তা ঘোষাল ও লিচ্ছবী ঘোষাল, তাসের দেশ নির্দেশনায় ছিলেন অরিজিৎ। এক কথায় অনবদ্য নৃত্যনাট্য ‘‘তাসের দেশ’’। অনুষ্ঠানের শেষে ‘‘তাসের দেশ’’এর কুশীলবদের হাতে স্মারক তুলে দেন চিত্র পরিচালক বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী ও ইন্ডিয়ান কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস চেয়ারম্যান সনাতন রায়চৌধুরী।

অনুষ্ঠিত হল হিন্দোল–এর ২০তম বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাগুইআটি রেলপুকুর রোডের ‘হিন্দোল’ সাংস্কৃতিক সংস্থা ২০ বছরে পা দিল। প্রতি বছরের মতো এ বছরও অনুষ্ঠিত হল তাদের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুশীলন বেলেঘাটার সুকান্ত মঞ্চে। উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। অংশ নেয় রাইকিশোরী, সায়ন্তিকা, সাত্বিক, দেবপ্রিয়া, অরিন, রুবিনা ও হিন্দোল–এর সুলতা অধিকারী, রুনু সাহা, সুজাতা কর, স্মৃতিকণা কুমার, ইভা ঘোষ, সন্তোষ মহান্ত, দেবাশিস সিনহা ও বিপ্লব সেন।

অনুষ্ঠিত হয় ছোটদের নাটক ‘হিংসুটে দৈত্য’, নৃত্য পরিচালনা আলপনা সেন, সঙ্গীত পরিচালনায় বিপ্লব সেন। নৃত্যে শিশু চরিত্রে নজর কাড়ে পৌলমী, তানিস্কা, সুজিতা, সুনন্দিতা, অলিপা, তানিশা, অন্বেষা সহ আরও অনেকে। সঙ্গীতে অংশ নেয় সমহিতা, কোয়েল, এষা, শ্রেয়া দত্ত, শ্রেয়া চৌধুরী, মনামী, সায়ক, ঐশি, কিরাটী। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘তাসের দেশ’ নৃত্য নাট্যটি সকলের মন ছুঁয়ে যায়। নৃত্যাভিনয়ে অংশ নেয় সকল ছাত্রীরা। সুন্দর সাজসজ্জা এবং পরিবেশনার গুণে তাসের দেশ আলাদা মাত্রা পায়।

শেষ আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথের ‘সামান্য ক্ষতি’ নাচ–গান সব মিলিয়ে ভালো লাগে নৃত্য নাট্যটি। পাঠে ছিলেন সমর অধিকারী, কমলিকা দত্ত, যন্ত্রানুষদে ছিলেন কি বোর্ডে স্বপন কর্মকার ও তবলায় সুমন্ত মন্ডল। অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা দেওয়া বিশিষ্ঠ সাংবাদিক অন্বয় মুখোপাধ্যায়, শিহরণ সেন ও ইন্দ্রজিৎ আইচকে। সব শেষে ছিল হিন্দোলের অঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন ইন্দ্রজিৎ আইচ।

সাহিত্য সংস্কৃতির অনন্য সন্ধ্যা

ভাগ্যবান তাঁরা, যাঁরা নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের দক্ষিণ কলকাতা শাখার ১১ জুন সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অশ্বিনী দত্ত রোডে শরৎচন্দ্রের বাসভবনে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সংগঠনের অন্যতম সংগঠক,পৃষ্ঠপোষক শ্রদ্ধেয় মনোজ দাশগুপ্ত মহাশয়। তিনি স্বাগত ভাষণে বলেন, গত ২৭ মে ছিল আন্তর্জাতিক নাট্য দিবস। অনিবার্য কারণবশত ওই দিন এই অনুষ্ঠান করা যায়নি—আজ সেটাই আমরা করব, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক নাট্য দিবসকেই মান্যতা দিয়ে আজকের সন্ধ্যার অনুষ্ঠান সাজানো হয়েছে। তিনি কিছুটা আক্ষেপও প্রকাশ করেন এই বলে, হঠাৎ বৃষ্টির জন্য আজ অনুষ্ঠানে সদস্যবৃন্দের উপস্থিতির সংখ্যা কম। তবুও আশা করব, শূন্য আসনের সংখ্যা বেশি হলেও যাঁরা আসরে এসেছেন তাঁরা এই সন্ধ্যার সাংস্কৃতিক উজ্জ্বলতার কথা বহুদিন মনে রাখবেন। শ্রদ্ধেয় সঞ্চালককে বলব, অবশ্যই এই উজ্জ্বল সন্ধ্যার কথা এই প্রতিবেদক বহুদিন মনে রাখবেন। কি গানে, কি তথ্যপূর্ণ ভাষণে, আবৃত্তিতে সভাঘর যেন গমগম করছিল।...

অনুষ্ঠান শুরু হল এমিলি চক্রবর্তীর রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়ে। এমিলি দেবী রবীন্দ্র ভারতীতে গবেষণা করছেন শান্তিনিকেতনে থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিবিধ নাটকের যে সব গান রচনা করেন, সেই বিষয়ে। এরপর সঞ্চালক আমন্ত্রণ জানালেন এদিনকার মূল বিষয়বস্তু ‘নাট্য দিবস’ নিয়ে ভাষণ দেবার জন্যে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ অপূর্ব বিশ্বাস মহাশয়কে। তিনি অত্যন্ত মনোগ্রাহী তথ্যপূর্ণ ভাষণের মাধ্যমে বহুরূপীর ‘রক্তকরবী’র অভিনয়ের বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরলেন। এই প্রসঙ্গে ‘শম্ভু মিত্র, খালেদ চৌধুরী, তাপস সেনের নাটকটির পরিবেশনের পিছনে অতি সমৃদ্ধ চিন্তা ভাবনার কথাও সুন্দরভাবে ব্যক্ত করলেন। আলোচনা করলেন, ‘রাজা’ প্রভৃতি নাটকের অসাধারণ মঞ্চ পরিবেশনায় বহুরূপীর ঔজ্জ্বলের কথা। অপরদিকে সঞ্চালক তাঁর ভাষণে প্রত্যয়ের সাথেই বললেন, যে হেতু নাটক হল সমাজেরই প্রতিবিম্ব, তাই নাটকের মাধ্যমে বিশ্বশান্তির কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। তিনি ‘ভিয়েনা’ কেন্দ্রীক আন্তর্জাতিক নাট্য জগতের কথাও সুচারু ভাবে বললেন।

এদিন ডঃ বিশ্বাসের ভাষণের মাঝে মাঝে এমিলি চক্রবর্তী পরিবেশন করলেন সুনির্বাচিত বিবিধ রবীন্দ্রসঙ্গীত‘তোমায় গান শোনাবো’,‘ভালবাসি’, ‘তোমার সঙ্গে প্রাণের’ প্রভৃতি গানের হৃদয়স্পর্শী পরিবেশন ডঃ বিশ্বাসের সমৃদ্ধ বিষয়বস্তু নিয়ে নাটক নিয়ে ভাষণের মাঝে যা ফুটে উঠল মণিমুক্তর মতন (যেহেতু এই প্রতিবেদক একজন আজীবন সৌখিন জাদুকর, তাই তিনি বলবেন, ডঃ অপূর্ব বিশ্বাসের নাটক নিয়ে ভাষণ যদি হয় বিশ্ববন্দিত জাদুকর পিসি সরকার জুনিয়রের ‘ইন্দ্রজাল’ জাদু প্রদর্শনী, তবে তার মাঝে মাঝে প্রদর্শিত‘ওয়াটার অব ইন্ডিয়া’ খেলাটি হল এমিলি চক্রবর্তীর পরিবেশিত বিবিধ রবীন্দ্রসঙ্গীত)।

এদিন সন্ধ্যার শেষ পর্বে ছিল স্বনামখ্যাত বাচিক শিল্পী ডাঃ নিলাদ্রী বিশ্বাসের বিবিধ কবিতার আবৃত্তি ও মাইকেল মধুসূদনের ‘রেখো মা দাসেরে মনে’ (এই কবিতাটির আবৃত্তি কেন বিবিধ সাহিত্য সংস্কৃতির সভায় শোনা যায় না?), কাজী নজরুলের ‘বাংলা দেশ’, জীবনানন্দের ‘আবার আসিব ফিরে’, রবীন্দ্রনাথের ‘অভিসার’ প্রভৃতি ডাঃ বিশ্বাসের আত্ম মগ্নস্থ আবৃত্তি আসরকে শেষ পর্যন্ত উজ্জ্বল করে রাখল (তবে এই প্রতিবেদক ডাঃ বিশ্বাসের কণ্ঠে ‘কিনু গোয়ালার গলি’র আবৃত্তি বারবার শুনতে চান...)।

উজ্জ্বল সাহিত্য সংস্কৃতির সন্ধ্যার সমাপ্তি ঘটল এমিলি চক্রবর্তীর ‘রূপে তোমায় ভোলাবনা’র রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনার মাধ্যমে।

শেষে আবারও বলি এদিন যে শ্রোতৃবৃন্দ আসরে এসেছিলেন তাঁরা অবশ্যই সৌভাগ্যবান। তাঁরা কবির গানের কলিই স্মরণ করবেন, ‘আর কি কখনও কবে, এমন সন্ধ্যা হবে’...

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর প্রয়াণ দিবসে গত বুধবার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছেন কলকাতা পুরসভার চেয়ারম্যান মালা রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আরও বিশিষ্টজনেরা।

ছবি : প্রিয়ম গুহ

প্রকাশিত হল সুজয় রায় চৌধুরীর আবৃত্তি ‘রক্ত আগুন পাখি’

ইন্দ্রজিৎ আইচ

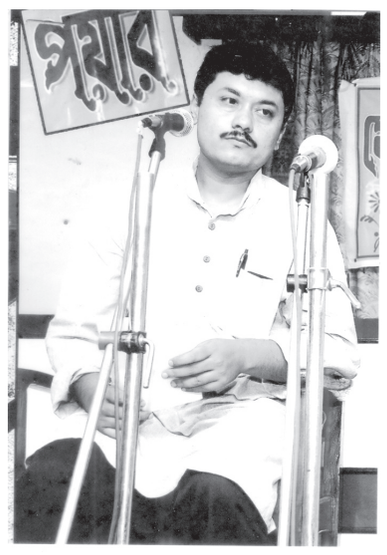

আবৃত্তির জগতে সুজয় রায় চৌধুরীর নাম কম বেশি সকলেই জানেন। পারিবারিক সূত্রে তার আবৃত্তি চর্চা শুরু। দীর্ঘ তিরিশ বছর কবিতা নিয়ে ঘর করছেন এই বাচিক শিল্পী। ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যায়নের এই শিক্ষার্থী ইতিমধ্যে প্রকাশ করে ফেলেছেন ৫টি আবৃত্তির অ্যালবাম।

সম্প্রতি রিভাইভ টিউন থেকে প্রকাশিত হয়েছে আধুনিক কবিতা নিয়ে দুটি খন্ডে ‘রক্ত আগুন পাখি’। প্রথম খন্ডে আছে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মভূমি আজ, শঙ্খ ঘোষের মন্ত্রীমশাই, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সেদিনের কবিতা, পূর্ণেন্দু পত্রীর হে সময়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মৌলিকনিষাদ, নজরুল ইসলামের অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত সহ বেশ কিছু কবিতা, আবৃতি সুজয় রায় চৌধুরীর গলায়।

দ্বিতীয় খন্ডে আছে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের দাঁড়াও, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আর যুদ্ধ নয়, অমিতাভ দাশগুপ্ত’র আমার নাম ভারতবর্ষ, মণিভূষণ ভট্টাচার্যের শহিদ দিবসের গল্প, অরুণাভ লাহিড়ীর এই সব মানুষেরা, সলিল চৌধুরীর শপথ, শঙ্খ ঘোষের আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মিছিলের মুখ। প্রতিটা কবিতাই বাচিক শিল্পী সুজয় রায় চৌধুরীর কণ্ঠে শুনতে বেশ ভালোই লাগে। কবিতাগুলোকে আরও প্রাণবন্ত তথা শ্রুতিমধুর করে তুলেছে আবহ সঙ্গীত পরিচালক বাপ্পা সেনগুপ্ত। যারা আবৃত্তি শুনতে পছন্দ করেন তারা ‘রক্ত আগুন পাখি’ সংগ্রহে রাখতে পারেন। রিভাইভ টিউন থেকে প্রকাশিত প্রতিটা খন্ডের দাম ১০০ টাকা।

শুভ প্রত্যাশার আসর

বেশ কয়েক মাস হয়ে গেল বহু বছরের সাহিত্য পত্রিকা ‘শুভ প্রত্যাশা’–র এক উজ্জ্বল সাহিত্য সভা বসেছিল শ্রীকলোনীতে পত্রিকার দফতরে। সভায় সঞ্চালনায় ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক কবি বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার। আসরে সভাপতিত্ব করেন আর এক বিশিষ্ট কবি নিতাই মৃধা। বস্তুত ১৮ জন কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পীর যোগদানে আসর হয় জমজমাট।

স্বাগত ভাষণে শ্রী নাগ মজুমদার সকলকে জানালেন ‘শুভ প্রত্যাশা’ ১৫ বছরে পা দিল। পত্রিকা প্রকাশের প্রথম দিনের বহু সমস্যার কথা বিস্তৃতভাবে জানালেন। আবার অতীতে পত্রিকার বহু সমৃদ্ধ সভার সুখময় স্মৃতিচারণাও করলেন। জানালেন অল্প দিনের মধ্যেই পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যাটি প্রকাশিত হবে। এদিন নানান রসের মননশীল স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশ গ্রহণ করলেন ষষ্ঠীপদ পাল (দুর্গাপুরবাসী ছড়াকার ছোটদের উপযুক্ত ছড়ার পত্রিকা বার করতে চলেছেন), নিতাই মৃধা, সুবল চন্দ্র দত্ত, লাবণী মান্না, সুজিত দেবনাথ, শান্তনু মিত্র, সুবীর সরকার, প্রদীপ গুপ্ত, সীমা গুপ্ত, স্বয়ং সঞ্চালক বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার। স্বরচিত গল্প শোনালেন শঙ্কর সেন, সুকুমার মন্ডল (রম্য রচনা) প্রমুখ। জীবন কাহিনী মূলক (জাদু সম্রাট পিসি সরকার সিনিয়র বাসন্তী দেবীকে নিয়ে লেখা) নিবন্ধ পড়লেন সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিখ্যাত লেখকের লেখা পাঠে আসর সমৃদ্ধ করলেন সৌরীন চ্যাটার্জী। এছাড়াও সুমনের গানে আসরকে সমৃদ্ধ করেন শান্তনু মিত্র। আর ‘চিক’–এর আড়ালে থেকে সকলকে চা–জলযোগে আপ্যায়ন করলেন সাহিত্য–সংস্কৃতির বাসরের ‘জননী’ তথা পত্রিকার সহ সম্পাদক কবি সঙ্গীত শিল্পী সোনালি নাগ মজুমদার। অতটুকু ঘরে ১৮ জন বয়স্ক ব্যক্তির উপস্থিতি সত্ত্বেও কেউ কোনও শারিরীক অসুবিধা অনুভব করলেন না। কারণ সবাই ছিলেন সুজন’—‘‘যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় ন’জন।’’

বিষমুক্ত অভিনব হাট চেতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাসায়নিক সারের হাত থেকে বাঁচতে একেবারে ভিন্নস্বাদের এক মেলা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল চেতলার অহীন্দ্র মঞ্চ সংলগ্ন এলাকায়। যাতে সামিল হয়েছিলেন এলাকার বহু মানুষ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আরও অসংখ্য মানুষ। এই অভিনব উদ্যোগের নামকরণও যথেষ্ট সার্থক। ‘বিষমুক্ত হাট’–এ এক ছাতার তলায় হাজির ছিল তুলাইপাঞ্জি এবং তুলসীমঞ্জরীর মতো বাঙালির বেশ অচেনা দু–দুটি চালের আইটেম। এছাড়াও শাক–সব্জি, নানাবিধ ডাল, মশলাপাতি, মধু, ঘি, পাঁপড়, বড়ি, গুড়, প্রায় হারিয়ে যেতে বসা ধানের মুড়ি ও খই। লুপ্ত জাতি খেড়িয়া জনগোষ্ঠীর কাশ এবং সাবাই ঘাসের তৈরি বাহারি হাতের কাজ ছিল এই হাটের অন্যতম চমক। এই হাটের মূল ভাবনা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে একটি চমৎকার থিম, তা হল– জৈব খাবার খান, জৈব পোষাক পড়ুন এবং জৈব ভাবনার জিনিস দিয়ে ঘর সাজান। সরকারের মুখের দিকে না তাকিয়ে বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠী, কৃষক গোষ্ঠীকে প্রত্যক্ষভাবে সঙ্গে নিয়ে সংস্থা যে হাট বসিয়েছিল তা সত্যিই অনবদ্য। মসলিন তৈরির কর্মশালাও চালু করেছে এরা। বিষমুক্ত এই হাট শুধুমাত্র চেতলায় নয় আগামী দিনে সারা কলকাতা তথা রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়া সংগঠকদের প্রধান লক্ষ্য। উল্লেখ্য, চেতলার হাটের দিন বেহালাতেও অনুরূপ ভাবে এই আসর বসেছিল।

ভোগসর্বস্ব দুনিয়ায় শান্তির পথ একমাত্র ভগবান বুদ্ধ

সঞ্জয় ঘোষ

আজকের পৃথিবীতে, একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যলগ্নে এসে বিজ্ঞান, তথ্য–প্রযুক্তি এবং তারও ওপরে বিশ্বায়ন ব্যবস্থার (Globalization) বহুল প্রচার ও প্রয়াসের ফলে মানুষের জাগতিক ভোগসুখের যেন আর অন্ত নেই। সত্যি কথা বলতে কী, যে মানুষের হাতে দুটো পয়সা আছে, দুনিয়ার সবরকম মজা আর আমোদ–প্রমোদের উপকরণ তার সামনে আজ সর্বদা এসে হাজির। কী চাই তোমার? যা চাইবে, সব আছে, আহার থেকে পোশাক, অন্যান্য ভোগ্যবস্তু থেকে ভ্রমণ— সবরকম উপভোগ মানুষের হাতের মুঠোয়। তবু— তবু ওই সব থেকেও সব মানুষের মনেই যেন একটা দ্বন্দ্ব— কোথায় যেন কী একটা নেই।

আসলে, মানুষের জীবনে সব আছে, শুধু শান্তির ভীষণ অভাব। তাই সে শান্ত নয়। সদা–সর্বক্ষণ সে অশান্ত। সে ছুটছে, সে ঘুরছে। সে পড়ছে, সে মরছে। তবু যেন তার ক্লান্তি নেই। তার স্বস্তিও নেই। কী আর করবে সে?

এই কথা ঠিক এইভাবে লেখায় হয়তো একশ্রেণির মানুষ ভীষণ আপত্তি করবেন। বলবেন এসব কথা যেন ঠিক নয়। আমরা ভীষণ ভীষণ ভাল আছি। ভীষণ শান্তিতে আছি। জীবনে আমাদের কোনও অভাব নেই। আমাদের যা আছে, তাই ভোগ করে শেষ করবার লোক নেই। আমাদের আবার দুঃখ কীসের?

ব্যক্তি বিশেষে কেউ হয়তো বলবেন, তাঁদের প্রচুর টাকা আছে, কোনও শহরে বিরাট বাড়ি আছে, একাধিক গাড়ি আছে, বিদূষী স্ত্রী আছে, বিদেশে মেধাবী পুত্র কন্যারা আছে, এবং আছে আরও আরও অনেক কিছু— যা বলে শেষ করা যাবে না। তবে তাদের কীসের অভাব? আর এরকম অভাব–বিহীন মানুষেরই বা অভাব কোথায়?

অভাব আছে। অভাব তাঁদের জীবনের ঠিক মাঝখানে। অভাব তাঁদের অস্তিত্বের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে। অভাব তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে। অভাব তাঁর অনুভূতির অন্তরীনে। মূল কথা অভাব তার আধ্যাত্মিক ভাবের। শুধু পার্থিব জগতের চাওয়া আর পাওয়া দিয়ে যা পূরণ হয় না কখনও। অর্থাৎ, আপনার কাছে সব থাকার পরও আপনি যখন বলবেন, ও সব মিথ্যা, আমার কাছে কিছুই নেই, এখন নেই বোধ জাগরিত হবে। সেই চেনাটা দীপ্ত হবে। পবিত্র সেই আলোয় জীবন ধন্য হয়ে যাবে। তখনই আসবে অনাবিল আনন্দ আর শান্তি আপনার আমার সবার জীবনে।

ভগবান বুদ্ধের পুজো শুরু হয় জীবনের ঠিক এই পর্যায়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ সহ আরও অনেকের কাছে বলছেন, বুদ্ধ মানে কী জানো? বুদ্ধ অর্থাৎ যিনি বোধ স্বরূপ। যাঁর বোধি লাভ হয়েছে যিনি চেতনার আলোয় আলোকিত। রামকৃষ্ণ কথামৃতে আমরা এই কথাগুলি পেয়েছি।

ভগবান বুদ্ধের জীবন–চর্চা করে আমরা দেখি, সত্যিই তাঁর জীবনে কোনও কিছুর অভাব ছিল না। তিনি রাজপুত্র। রাজ ঐশ্বর্য, রাজ–সম্মান, রাজ–ভোগ তথা রাজকীয় বিলাস তাঁর নিত্য জীবনের অঙ্গ ছিল। তবু তিনি পথ পরিক্রমায় বেরিয়ে পর পর চারটি দৃশ্য দেখলেন। জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এবং অবশেষে সন্ন্যাস। এই সব দেখি তাঁর জীবনের গতি বদলে গেল। তিনি সব ছেড়ে এক রাত্রে বেরিয়ে পড়লেন। সব ত্যাগ হয়ে গেল তাঁর। তা একেই বলে ত্যাগ। যার কিছুই নেই, পথের ভিখারী—একখানি ছেঁড়া কাপড় নিয়ে টানাটানি করছে, সে আবার কী ত্যাগ করবে? তার ত্যাগই বা কী, ভোগই বা কী? মানে তার ত্যাগের মহাত্ম কোথায়? মূল্য কোনখানে? যার সব আছে, সে যদি সব ছেড়ে দেয়, তবেই হবে ত্যাগী। পথে–প্রান্তরে, বাসে–ট্রামে, দিনে দুপুরে এমন এক একজন রূপবান, কৌমার্যবান, সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত ঘরের ছেলেকে দেখি, তারা এই সব ত্যাগ করে বলে, চলমান, তবে তা হবে ত্যাগ, নচেৎ, ত্যাগের মহিমা কোথায়?

ফিরে আসি ভগবান বুদ্ধের কথায়। বুদ্ধদেব শান্তির দূত। বুদ্ধদেব সহনশীলতার দূত। বুদ্ধদেব দান–দয়া ও অপার করুণার দূত। জীবনে এমন কোনও ভাল গুণ নেই। যা তাঁর চরিত্র থেকে আমরা পেতে পারি না। অথবা শিখতে পারি না। অথচ তিনি মৃত্যুঞ্জয়। মরণে তিনি শঙ্কাহীন, দ্বিধাহীন। তাঁর প্রিয় শিষ্য যাঁরা ছিলেন, সেই আনন্দ, উপালি— তাঁদের তিনি যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন, তা থেকে আমরা তাঁর জীবন ও বাণীকে অনুবীক্ষণ করতে পারি। অবশ্য তেমন কোনও কঠিন, জটিল বা তাত্ত্বিক জ্ঞান তিনি কোনও কিছুই দিয়ে যাননি। তিনি যা বলেছেন, তা অত্যন্ত সহজ, সরল ভাষায়। সর্বসাধারণের উপযোগী। তিনি সৎচিন্তা, সৎকর্ম, সৎবাক্য, সৎবিশ্বাস ইত্যাদি সৎজীবন সাধনার কথা যথাসম্ভব মানুষকে বলেছেন মানুষকে বলেছেন এবং এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

> শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ সহ আরও অনেকের কাছে বলছেন, বুদ্ধ মানে কী জানো? বুদ্ধ অর্থাৎ যিনি বোধ স্বরূপ। যাঁর বোধি লাভ হয়েছে যিনি চেতনার আলোয় আলোকিত।

মানুষ যদি ভগবান বুদ্ধের জীবন ও বাণীকে আশ্রয় করে ধর্মপথে এগিয়ে যায় তবে এই দ্বিধা–দ্বন্দ্ব, কাম–ক্রোধ, লোভ–লালসা–প্রতিহিংসা দীর্ণ সমাজে–সংসারে এক শান্তির বৃক্ষচ্ছায়া পাবেই পাবে— এ বিষয়ে কোনও সংশয়ে নেই।

প্রায় দেড়–শো বছর আগে থেকে এই লেখকের পিতৃপুরুষেরা বংশানুক্রমে ব্রহ্মদেশে বসবাস করে আসছিলেন। লেখকের পিতৃদেবও অনেক বছর ছিলেন বর্মায়। রেঙ্গুনে তাঁর জন্ম। তা সেই রেঙ্গুনে থাকাকালীন তিনি যেমন যেখানকার বিখ্যাত এক প্যাগোডায়। বর্মীরা প্যাগোডাকে বলে ‘ফায়া’। উঁচু একটি টিলার উপর সেই ফায়া। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হয়। যেখানে ভগবান বুদ্ধের ধ্যানমূর্তি। বর্মীরা নারী–পুরুষ নির্বিশেষে দলে দলে নিত্যপুজো দিতে যায় সেই বৌদ্ধমঠে। পুজো মানে শুধু পুষ্প অর্পন। পুষ্প মানে শুধু থরে থরে গোলাপ। আর গোলাপ মানে তার প্রাণ–উদাস করা এক মিষ্টি সুবাস। সঙ্গে মোমবাতি আর ধূপ। প্রসঙ্গ বলতে তেমন কিছু নেই। কেবল একটু বিভূতি। আর বুদ্ধের আশীর্বাদ। নিস্কাম অর্চনা। শুধু ভক্তি আর ভালবাসা। তাতেই বহু সন্তুষ্ট। গরিবস্য গরিব যা দিচ্ছে, ধনীদের মধ্যে ধনী— সেও তাই। কোনও তফাৎ নেই। এইসব কথা তাঁর কাছে শুনেছি তিনি বলতেন।

পরবর্তীকালে আমাদের বাড়িতেও বুদ্ধপূর্ণিমা হতে লাগল প্রতিবছর। বুদ্ধের ছবি এল সারনাথ থেকে। বুদ্ধের পুজো হতে লাগল প্রতিদিন। আজও তাই হয়। তবে নিঃশব্দ, নীরবে। কোথাও আড়ম্বর নেই।

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ নিয়ে বেলুড়মঠে দীক্ষিত হয়েও বুদ্ধের পুজো আমাদের জীবনের অঙ্গ। স্বামীজি নিজেই ছিলেন ভগবান বুদ্ধের বিশেষ ভক্ত। একাধিকবার বোধগয়ায় গিয়েছেন। জীবনের শেষ সফরেও গিয়েছিলেন যেখানে জাপানি ভক্তদের নিয়ে। এই জাপানিদের আনুকূল্যে এখন রামকৃষ্ণ মিশনে বৌদ্ধদের অবিরাম আনাগোনা। অগণিত বৌদ্ধরা এখন রামকৃষ্ণভক্ত। অতএব, সব মিলেমিশে একাকার।

অতঃপর আরও কিছু বিশিষ্টজনের কথা বলি, যাঁরা বুদ্ধের ভক্ত হয়ে বুদ্ধের টানে সদলবেল একসঙ্গে গিয়েছিলেন বোধগয়ায়। এই দলে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ভগিনী নিবেদিতা, জগদীশচন্দ্র বসু, তাঁর স্ত্রী লেডি অবলা বসু প্রমুখ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন চিরদিন বুদ্ধের বিশেষ অনুগামী।

পিতৃদেবের সঙ্গে একবার আমরাও সব বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিলাম। দু’দিন ছিলাম সেখানে। সেই দুটি দিন জীবনে যেন দু’টি যুগ। মঠে মঠে ঘোরা আর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের পুজো দেখা। ছোট বড় অসংখ্য ন্যাড়ামুন্ডি সব লামা। শিশু লামাদের দেখলে মনে হয় গাল টিপে আদর করি। কী সুন্দর পবিত্র চেহারা। দেখলেই বোঝা যায় দেব–ভোগ্য শরীর। সাধন–সিদ্ধ মন। নিত্য–শুদ্ধ আত্মা। সকলের চিরপ্রণম্য।

এদিকে, বুদ্ধের পুজোর অর্থই চারদিকে গোলাপের ছড়াছড়ি। আর আছে পদ্মফুল। আর আছে মোমবাতি। আর আছে ধূপ। জাপানি ভক্তরা জ্বেলে দিচ্ছে। আবার আমরাও জ্বেলে দিচ্ছি। আলোর আলো। আর সুগন্ধি ভরপুর।

সারা সন্ধিটা এইভাবে কাটলো। তারপর হোটেলে ফিরে এলাম। হোটেলে ফিরে নিরামিষ আহার। তারপর মাঝরাতে শুরু হল তুমুল বৃষ্টি। তখন বৃষ্টির সময় নয়। সবে শীতের শেষ। বসন্তের শুরু। ফাল্গুন মাস। তাই মনে হয়, এ যেন বুদ্ধেরই করুণাধারা। শান্তির বারি সিঞ্চন। ধরণীকে শীতল করে দেয়। প্রাণে জেগে ওঠে এক আনন্দ উৎসব।

কবাডি লিগের কলকাতা পর্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতায় কবাডির আসর। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে প্রো-কবাডি লিগের কলকাতা পর্বের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তারকার মেলা। হাজির প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। উপস্থিত টলিউড থেকে বলিউড। ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

মুম্বইয়ে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় মরসুমে উদ্বোধনে জাতীয় সঙ্গীত গেয়েছিলেন বিগ বি। আর, কলকাতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের গলায়। গলা মেলালেন বাকিরাও। এ-এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা, অনুষ্ঠানের পর জানালেন সৌরভ।

কবাডি-যুদ্ধের বোধনকে ঘিরে উচ্ছ্বসিত গোটা কলকাতাও। পরিচালক সুজয় ঘোষ, অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের মতো তারকারা উচ্ছ্বাস গোপন করেননি। ক্রিকেটটা তাঁর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে। কবাডিটা খুব একটা বোঝেন না। অভিষেক বচ্চনের থেকে সেই পাঠটা নেবেন, জানালেন সৌরভ। এদিন জয়পুর পিঙ্ক প্যান্থার্স-কলকাতা ওয়ারিয়র্স ম্যাচে রীতিমত নক্ষত্রখচিত দর্শকাসন। গতবারের চ্যাম্পিয়ন প্যান্থার্সদের কাছ থেকে জয় ছিনিয়ে নিল কলকাতা।

এর আগে কলকাতায় ক্রিকেটের আইপিএল জাঁকজমকের সঙ্গে সম্পূর্ণ হয়েছে। একইভাবে ফুটবলের লিগ হিসেবে পরিচিত আইএসএল এই শহরে সাড়া জাগিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু কবাডিকে ঘিরে কলকাতা যে এতটা মেতে উঠতে পারে তা এদিন নেতাজি ইন্ডোরে না এলে বিশ্বাস করা যেত না। এখানেই সংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতার মহানুভবতা। যা অচিরেই কবাডির মতো তুলনামূলক ভাবে কম প্রচারে থাকা একটি খেলাতেও বুঁদ হয়ে যেতে পারে। কলকাতার এই উদ্বোধনী ঝলক সারা ভারতে ক্রমশ যে ছড়িয়ে পড়বে তা বলাবাহুল্য।

প্রস্তুতি ম্যাচে পিয়ারলেসের সঙ্গে ড্র করল ইস্টবেঙ্গল

মলয় সুর

আবাসিক শিবিরে ফিটনেসের পাশাপাশি ম্যাচ প্র্যাকটিসের উপর জোর দিতে চাইছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। গত বুধবার

১৫ জুলাই সকালে কল্যাণী এসেছে ইস্টবেঙ্গল দল। সকাল ও বিকাল দুবেলা অনুশীলন করছে। আপাতত ৩০ জুলাই পর্যন্ত লাল-হলুদের আবাসিক শিবির চলবে। স্বয়ং টেকনিক্যাল ম্যানেজার ও ফুটবলার আলভিটো ডি' কুনহার, বেলো রজ্জাক, র‍্যান্টি মাটিন্সরা এখনও অনুশীলনে যোগ দেয়নি। তবে আলভিটো ক্লাবকে জানিয়েছেন তাঁর স্ত্রী অসুস্থ। আবাসিক শিবিরে পুরো স্কোয়াডকে পেতে চেয়েছিলেন বিশ্বজিৎ, সেটা আর হচ্ছে না। সহকারি কোচ স্যামি ওমেলোর উপর মূলত ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়ের ভার দিয়েছেন। এছাড়া গোলরক্ষক কোচের দায়িত্বে সঞ্জয় মাঝিকে দেওয়া হলেও ট্রেনিং দেবেন দেবজিৎ ঘোষ। টানা ১৫ দিন কল্যাণীতে ফুটবলারদের সঙ্গে থাকবেন বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। পেশাদার স্বার্থে অফিসের ছুটি নিয়ে কল্যাণীতে আবাসিক শিবিরে রয়েছেন বিশ্বজিৎ। দলে বিদেশি কোরিয়ান প্লেয়ার ডুডংকে নিয়ে খুবই জল্পনা চলছে। খর্বকায় এই খেলোয়াড় বিহাইন্ড দ্য স্ট্রাইকার ডুডংয়ের খুবই পছন্দের পজিশন। তবে দুই উইং হাফেই তিনি খেলতে পারেন। এদিকে ডুডংকে উইং হাফের বদলে অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার হিসাবে তৈরি করছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। এই শিবিরেই বল সহ কম্বিনেশন প্র্যাকটিসের উপর জোর দেবেন তিনি। নিজেদের মাঠ ছেড়ে কল্যাণী স্টেডিয়ামের কার্পেটের মতো মাঠে অনুশীলন করার সুযোগ পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা। এবার লাল-হলুদে বেশ কয়েকজন জুনিয়র ফুটবলার রয়েছে।

জগন্নাথ সানা, অভিনব বাগ, তন্ময় কুন্ডু, বাবু মন্ডল, জিতেন মুর্মু, অবিনাশ রুইদাস। ঘরোয়া লিগে তাদের পাদপ্রদীপের আলোয় তুলে আনাই বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের লক্ষ্য। তিনি বলেন, আমার কাছে যাকে সেরা মনে হবে তাদের প্রথম একাদশে রাখব। দলের মধ্যে বোঝাপড়া বাড়ানোই এখন লাল-হলুদ কোচের প্রাথমিক লক্ষ্য। বিশ্বজিতের সাফ কথা, আমি ইস্টবেঙ্গলে এবার পাঁচ নম্বরে কোচ হওয়ার দাবিদার ছিলাম। সেখান থেকে এক নম্বরে, আমার নেপথ্যে মিডিয়ার অনেকটাই অবদান রয়েছে। এর মধ্যেই দলের নির্ভরযোগ্য লেফট উইং হাফ লালরিডিকা রালতে গোড়ালিতে চোট পেয়ে ছ'সপ্তাহ মাঠের বাইরে চলে গেলেন। অর্থাৎ লিগের শুরুর দিকে ম্যাচগুলিতে পাবে না ইস্টবেঙ্গল।

মঙ্গলবার ২১ জুলাই। কল্যাণী স্টেডিয়ামে পিয়ারলেসের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে এক গোলে এগিয়ে গিয়ে ও ব্যবধান ধরে রাখতে পারল না ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচের ফল ১-১। পিয়ারলেসের অভিজ্ঞ কোচ ফুজাতোপের দল কলকাতা ময়দানে প্রিমিয়ারের নিচের ডিভিশনে খেলবে। এদিন খেলায় বিরতির কিছু আগে গোলরক্ষককে কাটিয়ে জিতে মুর্মু গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে সমতা ফেরান পিয়ারলেসের এমসি মালসোয়াম জোয়ালা। অন্যদিকে ম্যাচে চোট থাকায় ডুডংকে বিশ্রাম দেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। কল্যাণীর আবহাওয়া বেশ ভাল। প্রস্তুতি ম্যাচ দেখতে কল্যাণী স্টেডিয়ামে ক্লাবের ফ্যান ক্লাবের সদস্যসহ অনেক ফুটবল প্রেমী বিশাল পতাকা, ব্যানার নিয়ে মাঠে হাজির ছিলেন, উল্লেখ্য, কল্যাণীতে কলকাতার বেশ কয়েকটি প্রিমিয়ার লিগের দল আবাসিক শিবির করেছে।

আমরাও এবার
হোয়াটস অ্যাপে
আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন
'অ্যাপস রিপোর্টার'
চিঠি মেলের দিন শেষ
এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে
আমাদের নম্বর
৯০৩৮৬৪০০৩০

শ্রীলঙ্কায় টেস্টের দল ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ শ্রীলঙ্কা সফরে তিনটি টেস্টের জন্য ভারতীয় দলে কামব্যাক অমিত মিশ্রর স্পেশ্যালিস্ট ব্যাটসম্যান হিসেবে ফিরলেন কে এল রাহুল। শ্রীলঙ্কা সফরেও দলের কোচ রবি শাস্ত্রী। শ্রীলঙ্কা টেস্ট সিরিজের জন্য দল গঠনে কোনও নতুন চমক নেই। তবে, অশ্বিন, হরভজনদের পাশে তৃতীয় স্পিনার হিসেবে কে আসবেন, তা নিয়ে চলছিল তুমুল জল্পনা। এদিন তার উত্তরটা দিয়ে দিল সন্দীপ পাটিলের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিটি। মুম্বইয়ে বৈঠকের পর তাঁরা জানালেন, প্রজ্ঞান ওঝা ও অক্ষর পটেলকে টেক্কা দিয়ে ১৫ জনের দলে ঢুকে পড়েছেন অমিত মিশ্র। ডেঙ্গি সারিয়ে সপ্তম স্পেশ্যালিস্ট ব্যাটসম্যান হিসেবে দলে ফিরেছেন কে এল রাহুলও। তবে, চোটের জন্যই শ্রীলঙ্কা সিরিজ থেকে বাদ পড়েছেন মহম্মদ সামি ও কর্ণ শর্মা।

শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য টিম ইন্ডিয়ার কোচের দায়িত্ব পালন করবেন রবি শাস্ত্রীই। ভারতীয় দলের হেডস্যার হিসেবে আপাতত তাঁর উপরই ভরসা রাখছে বিসিসিআই। তবে, শীঘ্রই স্থায়ী কোচ নির্বাচন করবে ক্রিকেট অ্যাডভাইসরি কমিটি, জানালেন বোর্ড সচিব। বাংলাদেশের পর শ্রীলঙ্কাকেও ভারতীয় দলের ভার সামলাবেন কোচ রবি শাস্ত্রী। অর্থাৎ মাঝে শচীন, সৌরভ, রাহুল, লক্ষ্মণ, কুম্বলেদের অন্তর্ভুক্ত করে ভারতীয় দলের প্রশিক্ষণ ইউনিটকে শক্তিশালী করার যে প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল তা মাঝ নদীতে রয়ে গিয়েছে। ফলে নতুন কোনও চমক সেভাবে নেই। যেটা বলার তা হল শ্রীলঙ্কার মোকাবিলায় ভারতীয় বোলিংকে শক্তিশালী করা হয়েছে। চার পেসার এবং তিন স্পিনারের সমন্বয়ে যে মিশেল গড়ে উঠেছে তা সিংহলীদের দুর্গ ভেঙে দিতে পারে। তবে টিম ইন্ডিয়া তখনই শ্রীলঙ্কার মাটিতে পরিপূর্ণভাবে সফল হবে যখন তাদের অধিনায়ক বিরাট কোহলি রানের মধ্যে ফিরে আসবে। না হলে বাংলাদেশের মতো শ্রীলঙ্কাতেও হারের গ্লানি মাখতে হতে পারে। মাঝখানে জিম্বাবোয়ে সফরে ভারত সফল হলেও সেখানেও নাক কাটার মতো শেষ ম্যাচটি হেরেছিল তারা।

একনজরে দেখে নেব টেস্ট সিরিজের জন্য ঘোষিত টিম ইন্ডিয়ার ১৫ জনের দল।

- বিরাট কোহলি (অধিনায়ক)
- মুরলী বিজয়
- শিখর ধবন
- কে এল রাহুল
- চেতেশ্বর পূজারা
- আজিঙ্ক রাহানে
- রোহিত শর্মা
- ঋদ্ধিমান সাহা (উইকেট রক্ষক)
- রবিচন্দ্রন অশ্বিন
- হরভজন সিংহ
- অমিত মিশ্র
- ভুবনেশ্বর কুমার
- উমেশ যাদব
- বরুণ অ্যারন
- ইশান্ত শর্মা

মনের খেয়াল

আসে যে মৌসুমী

মোহাম্মদ আলী বুলবুল

কোমল কাজল মেঘ করেছে
বর্ষা এলো যেই
বনের ময়ূর পেখম তুলে
নাচছে ধেই ধেই!
গ্রাম শহরে বৃষ্টি নামে
আকাশ ঝেঁপে ঝেঁপে
দেখতে দেখতে সাগর নদী
উঠছে ফুলে ফেঁপে।
ডুবছে শহর ডুবছে গ্রাম
ডুবছে চাষের জমি
খরার পরে বন্যা আসে
আসে যে মৌসুমী।

ধাঁধা

ইংরাজিতে একটি রঙের ও একটি সবার প্রিয় পানীয়ের নাম বল যে দুটি শব্দ এক সঙ্গে উচ্চারণ করলে উক্ত পানীয়েরই একটি বিশেষ রূপের ইংরাজি নাম পাওয়া যায়।

ধাঁধা পাঠিয়েছে লাবণী মান্না

এসএমএস-এর মাধ্যমে উত্তর পাঠাও ২৫-৩১ তারিখের মধ্যে ৯০৩৮৬৪০০৩০ এই নম্বরে। ঠিকানা ও বয়স লিখতে ভুলবে না।

গত সংখ্যার উত্তর ক্রীম রোল

একটু হাসো

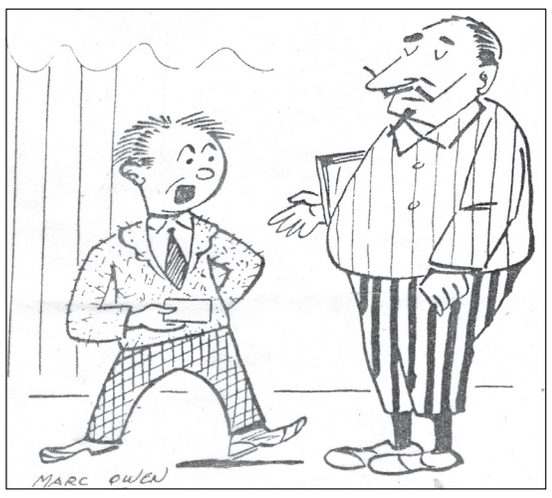

জাদুকরের এক বিচ্ছু ছেলে জাদুকরকে বলল, বাপি তুমি তো চোখ বাঁধা অবস্থাতেও স্টেজে লিখতে পার। তা হলে আমি ঘরের আলোটাকে নিভিয়ে দিচ্ছি। দেখি তো তুমি আমার স্কুলের রিপোর্ট কার্ডটা সই করতে পার কি না।

জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাদু ম্যাগাজিনের সংগ্রহ থেকে।

দেয় হরি তো নেয় কে

জে এন রায়

বনগাঁর লোকাল ট্রেনে জানলার কাছেবসে আছি। বেশ ভিড়।দমদমে ট্রেনটা থামতেই যাত্রীরা ছুটে এল। গাড়িতে ওঠার জন্য

হুটোপাটি। এক হাতে ব্যাগ আর অন্য হাতে ছাতা নিয়ে এক ভদ্রলোক ওঠার চেষ্টা করছিলেন। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই অনুরোধ, দাদা, ছাতাটা একটু ধরুন।

ভিড় ঠেলে আমারকাছে আসতে পারছেন না ভেবে ছাতাটা সারাক্ষণ হাতে ধরে রইলাম। ট্রেনটা গোবরডাঙায়যখন পৌঁছল তখন ভিড় অনেক কমে গিয়েছে। চারদিকে তাকিয়েলাল জামার ভদ্রলোকটিকে খুঁজলাম। কিন্তু, চোখে পড়ল না। ওই লাইনে যাতায়াত করলেই আমিওই ছাতাটানিয়েবেরোই। কিন্তু লাল জামার দেখা এখনও পাইনি।

সুদীপ্ত পাল, দ্বিতীয় শ্রেণি, বিবেক নিকেতন, সামালি

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com